চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister masala
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 May, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ মে ২০২০ ইং ■ ৩১ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতিক্ষুদ্র শিল্পের প্রাণ ফেরাতে ৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ

নয়াদিল্লী, ১৩ মে।। 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পে ২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজের প্রথম ধাপ স্পষ্ট করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। মোট ১৫টি পদক্ষেপের ঘোষণা হয়েছে। তার মধ্যে ছ'টিই ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতি ক্ষুদ্র (এমএসএমই) শিল্পক্ষেত্রের জন্য। এই ক্ষেত্রে মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকার পুনরুজ্জীবন প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামন। এর মধ্যে এক দিকে যেমন ছোট ছোট সংস্থাগুলিকে সুরাহার বন্দোবস্ত রয়েছে, তেমনই এই সব সংস্থার কর্মীদের জন্যও কিছুটা স্বস্তির খবর রয়েছে। এ ছাড়া ঠিকাদার, নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রেও রয়েছে সুরাহার বন্দোবস্ত।

মঙ্গলবার ২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজ ঘোষণার সময়ই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেই এমএসএমই ক্ষেত্রে বড়সড় পুনরুজ্জীবন

সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ছবি-পিআইবি।

প্যাকেজের ইঙ্গিত ছিল। বুধবার নির্মলা সীতারামন প্রথম ধাপেই এই ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ বাবদ দেওয়ার ঘোষণা করলেন। অর্থমন্ত্রী জানান, এই টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হবে। ছোট সংস্থাগুলি গ্যারান্টি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ঋণ নিতে পারবেন। তাতে এই সব সংস্থার আর্থিক ক্ষমতা বাড়বে এবং নগদের জোগানও বাড়বে। তাতে করোনাভাইরাস ও লকডাউনের জেরে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলা করতে পারবে

স্বস্তির প্রচেষ্টায়
- ₹ আয়কর জমার সময়সীমা বৃদ্ধি
- ₹ ইপিএফ ১২ % বদলে ১০ %
- ₹ টিডিএস-টিসিএসে ২৫ % কাটছাঁট

সংস্থাগুলি। এই ঋণের জন্য কোনও গ্যারান্টি ফি লাগবে না। চার বছরের জন্য এই ঋণ দেওয়া হবে। তবে প্রথম এক বছর সেই ঋণের টাকা শোধ করতে হবে না। আর্থিক ভাবে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে এমন দুই লক্ষাধিক ছোট সংস্থার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র, মাঝারি বা অতি ক্ষুদ্র এর মধ্যে কোন সংস্থা কোন স্তরে পড়বে, তার পরিধিও বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ মূলধন অনুযায়ী সংজ্ঞা বদল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্মলা। তিনি জানান, আগে ২৫ লক্ষ পর্যন্ত বিনিয়োগ করলে সেই সংস্থা ছিল অতি ক্ষুদ্র তালিকায়। এখন থেকে বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি টাকা এবং বাৎসরিক লেনদেন পাঁচ কোটি টাকা হলে সেই সংস্থাও এই তালিকায় চলে আসবে। মাঝারির তালিকায় আগে ছিল বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি। এখন বেড়ে হয়েছে ১০ কোটি এবং বাৎসরিক লেনদেন ৫০ কোটি টাকা। মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হেয়েছে ২০ কোটি এবং লেনদেন ১০০ কোটি টাকা। এর ফলে আরও অনেক বেশি সংস্থা এই ৩ লক্ষ কোটির প্যাকেজের আওতায় চলে আসবে।

আরও একটি বড় পদক্ষেপ করা হয়েছে সরকারি টেন্ডারের ক্ষেত্রে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০০ কোটি টাকার কম টেন্ডার হলে এখন আর গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হবে না। ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতি ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিও টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে এবং বেশি কাজ হবে। এ ছাড়া সরকারি প্রকল্পে যাঁরা কাজ করছেন, সেই সব ঠিকাদারদের চাপ কমাতে কাজ শেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা হামলার উৎস সন্ধানে আজ রাজ্যে আসছে তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ত্রিপুরায় করোনা-হামলার উৎস সন্ধানে তিন সদস্যের এক দল আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজ্যে আসছে। তাঁরা করোনা আক্রান্ত স্থান পরিদর্শন করবেন। ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অবস্থিত 'নর্থ ইস্টার্ন ইন্দিরা গান্ধী রিজিওনাল হেল অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স' (নেইগ্রিমস) থেকে ওই দল আসছে। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. জি কে মেধির নেতৃত্বে ওই দল ত্রিপুরা সফর করবে। দলের অন্য সদস্যরা যথাক্রমে নেইগ্রিমস-এৰ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. ভূপেন বর্মন এবং শিলঙে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ রিজিওনাল অফিসের আঞ্চলিক অধিকর্তা ডা. এস ডি মজুমদার।

ত্রিপুরায় অধিকাংশ করোনা আক্রান্ত বিএসএফ-এর জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্য। এক্ষেত্রে করোনা-র উৎস খুঁজে বের করতে পারেনি ত্রিপুরা সরকার এবং বিএসএফ। তাই, ত্রিপুরা সরকার এনসিডিসি-র কাছে করোনা-র উৎস খুঁজে বের করার অনুরোধ জানায়। সে মোতাবেক স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার সেন্ট্রাল সার্ভেইলেন্স ইউনিটকে করোনা আক্রান্তের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। মূলত, গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকানোর লক্ষ্যেই ত্রিপুরা সরকার চাইছে বিশেষজ্ঞ টিম করোনা-র উৎস খুঁজে বের করুক।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ত্রিপুরা সরকারের আগ্রহে তিন সদস্যের এক টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক শিলং থেকে বিশেষজ্ঞরা ত্রিপুরায় আসছেন। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আগামীকাল দুপুরের মধ্যে শিলং থেকে বিশেষজ্ঞ একটি টিম ত্রিপুরা আসছে। বিকেল পাঁচটায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তাঁরা উপস্থিত থাকবেন। আগামী পরশু থেকে তাঁরা স্থানীয়স্তরে পর্যবেক্ষণ শুরু করবেন।

সম্ভবত ওই বিশেষজ্ঞ টিম করোনা ঝুঁকিপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করবেন। তাছাড়া সংক্রমণের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সাথেও এ-বিষয়ে আলোচনা করবেন। কারণ, করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

রাজ্যে আরও একজন কোভিড-১৯ পজেটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আজকেও রাজ্যে ১জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ৬৫২টি নমুনা পরীক্ষায় বিএসএফ ৮৬ ব্যাটেলিয়ানের এক আধিকারিকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। ওই নমুনাগুলিতে বিএসএফ আধিকারিকদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণেরও নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাতে এক ট্যুইট বার্তায় এই সংবাদ জানিয়ে সকলকে সুরক্ষিত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।

গত ২রা মে থেকে রাজ্যে হঠাৎ করোনা সংক্রমনের গ্রাফ উর্ধমুখী হচ্ছিল। কিন্তু, গত তিনদিন ধরে করোনা সংক্রমনের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে। গত পরশু দুইজন এবং গতকাল একজন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়ার পর আজকেও মাত্র একজনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দাবি করেছেন, রাজ্যে করোনা সংক্রমনের সর্বোচ্চ পরীক্ষা হচ্ছে। রাজ্যবাসীর সুরক্ষিত জীবন সুনিশ্চিত করার জন্যই প্রচুর পরিমানে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১৫৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরার দায়ে আটক ১০৩২৩ এর দুজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। মঙ্গলবার শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে সামিল হয় চাকুরিচ্যুত ১০,৩২৩ শিক্ষক- শিক্ষিকারা। আমরা ১০,৩২৩ শিক্ষক সংগঠন ও ১০,৩২৩ এডহক পে শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘেরাও কর্মসূচী পালন করা হয়। তবে শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচী চলাকালিন একাংশ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকা পুলিশের সাথে বাক যুদ্ধ ও ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হয়ে পরে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশকয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সেই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশকের সাথে কথা বলার জন্য এই দুই সংগঠনের চাকুরিচ্যুত কতিপয় শিক্ষক বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরের সন্মুখে সকাল থেকে জড়ো হতে থাকে। তবে তাদের কাছে আগাম কোন অনুমতি ছিল না। এই শিক্ষকরা রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরের সন্মুখে সন্দেহ জনক ভাবে ঘোরাফেরা করছিল। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসার সাথে সাথে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে ছুটে আসতেই সন্দেহ জনক ভাবে ঘোরাফেরা করা শিক্ষকরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই ছিনতাইকরী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। মঙ্গলবার রাজধানীর রাধানগর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় দিন দুপুরে এক মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনার কিনারা করতে সক্ষম হল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই ছিনতাইকারি সহ এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে। রাধানগর এলাকার বাসিন্দা আশা আচার্যর গলা থেকে মঙ্গলবার বিকালে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুই ছিনতাইকারি।

এই চিত্র ঘটনাস্থলে থাকা সিসি ক্যামেরায় ধরা পরে। পরবর্তী সময় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ এই ছিতাইয়ের ঘটনার তদন্তে নেমে ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত বাইকটিকে উদ্ধার করে। একই সাথে আটক করা হয় দুই ছিনতাইকারীকে। পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ মে।। আবারো যান দুর্ঘটনায় বুধবার সকালে গকুল নগর রাস্তারমাথা এলাকায় চার জন গুরুতরভাবে জখম হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় টিআর০৭-ইআর-০০০৯ নম্বরের একটি টমটমের সাথে টিআর-০৮বি-৮৩৫৭ নম্বরের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে একজন মহিলা সহ তিনজন আহত হয় হয়। স্থানীয় জনগণ বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতলে নিয়ে নিয়ে যায়।আহতরা হলেন বাইক চালক তুলিপ কর (২৬)। বাড়ি বিলোনিয়ায়। টমটম চালক দেবাশীষ দেবনাথ (৪৭)। বাড়ি গকুলনগর এবং টমটম যাত্রী স্বপ্না দেব চক্রবর্তী (৫৫) বাড়ি ঢুকলি ইচাবাজারে। বর্তমানে আহতদের বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতলে চিকিৎসা চলছে। এই দুর্ঘটনার জন্য স্থানীয় জনগণ প্রশাসনকে দায়ী করছেন।উল্লেখ্য বেশ কয়েক বছর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেন রওয়ানা দেবে ১৭ ও ১৯ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরত পাঠাতে দুটি বিশেষ ট্রেনের বন্দোবস্ত করেছে ত্রিপুরা সরকার। আগামী ১৭ এবং ১৯ মে ত্রিপুরা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেন রওয়ানা দেবে।

এ-বিষয়ে বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে ২৫, ০৪০ জন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন ইটভাট্টায় কর্মরত। এছাড়া রাজস্থানের ১৪২ জন শ্রমিক ইতিমধ্যে ত্রিপুরা থেকে রওয়ানা দিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডের প্রায় ৯৬৬ জন অন্য শ্রমিক রয়েছেন। তাঁদের সকলকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করছে ত্রিপুরা সরকার।

তাঁর কথায়, লকডাউনে প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক ত্রিপুরায় আটকে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি ফিরতে চাইছেন। তাই, তাঁদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, একত্রে সকলকে বাড়ি পাঠানো সম্ভব নয়। আপাতত, দুটি ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার ইটভাট্টাগুলিতে প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক কর্মরত। এমন ২৫,০৪০ জনের তালিকা তৈরি হয়েছে। তাঁদের বাড়ি পাঠানো হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, আগামী ১৭ মে দুপুর ৩ টায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে প্রথম ট্রেন আগরতলা থেকে রওয়ানা দেবে। আরেকটি ট্রেন ১৯ মে ত্রিপুরা ছাড়বে। আপাতত, ওই দুটি ট্রেন পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরত পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

কর্ণাটকে আটক নাগরিকদের নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রেন বুধবার আগরতলা স্টেশনে পৌঁছেছে। ছবি নিজস্ব।

মুঙ্গিয়াকামীতে যুবতী ও জয়নগরে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ আগরতলা, ১৩ মে।। রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা যেন পিছু ছাড়ছে না। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আত্মহত্যার খবর রয়েছেই শিরোনামে। ফের এক নাবালিকা ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করল। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪১ মাইল এলাকায় আজ তথা বুধবার বিকাল প্রায় তিনটা নাগাদ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪১ মাইল এলাকায় এক নাবালিকা কন্যা আজ তথা বুধবার অন্যান্য দিনের মতো জুম ক্ষেতে যায় দুপুর দেড়টা নাগাদ। কিন্তু কিছু মুহূর্তের পর সবার অলক্ষ্যে এই নাবালিকা কন্যাটি জুম ক্ষেতের অনতিদূরে একটি টংঘরে ফাঁসি দেয়। পরক্ষণে বিকালে উপজাতি কিছু সংখ্যক যুবক গুলতি নিয়ে ঐ এলাকায় পাখি মারার জন্য গিয়ে প্রত্যক্ষ করে একটি মৃতদেহ ঝুলছে টংঘরের মধ্যে। সাথে সাথেই যুবকরা আৎকে উঠে মুঙ্গিয়াকামী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে এনে রাখে বুধবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ, ময়না তদন্তের জন্য। এদিকে এই ১২ বছর বয়সী নাবালিকার আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকায় গভীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা, ধৃত গর্ভধারিনী মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। পারিবারিক কলহের জেরে গর্ভস্থ সন্তানকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করল গর্ভধারিনী মা। ঘটনা আমতলী থানা এলাকার পূর্ব বল্লভপুরের বুধবার সকাল নাগাদ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মাকে গ্রেপ্তার করেছে আমতলী থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় আমতলী থানা এলাকার পূর্ব বল্লভপুর এ দীর্ঘদিন ধরে মা এবং ছেলের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। বুধবার সকাল নাগাদ পাষাণী মা তার ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পুত্র প্রাণজিৎ ভৌমিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত পুত্র প্রাণজিত পেশায় অটোচালক। আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাণিক্যনগর বাজার থেকে ১৫ লক্ষ টাকার ফেন্সিডিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৩ মে।। লকডাউন চলাকালেও নেশা কারবারিরা নানা কৌশলে তাদের নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে তারা নয়া নয়া কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। সিপাহী জলা জেলার বক্সনগর থানা এলাকার মানিক্য নগর বাজার থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছে।

বক্সনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মানিক্য নগর বাজার থেকে ১৩৯০০বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজারমূল্য ১৫ লক্ষ টাকা বলে পুলিশ জানায়। অবশ্য এ ব্যাপারে নেশা কারবারিদের আটক করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের আচ পেয়ে নেশা কারবারিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ফেনসিডিল মজুদ করা হয়েছিল বলে পুলিশ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর ফলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটকে আটক নাগরিকদের নিয়ে বিশেষ ট্রেন পৌঁছল আগরতলায়

খুশিতে আত্মহারা যাত্রীকুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। লকডাউনের জেরে কর্ণাটকে আটকে থাকা ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে বিশেষ ট্রেন বুধবার বিকেলে আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। আগরতলা স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই যাত্রীদের মধ্যে তুমুল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। বেশ কিছু কামরার যাত্রীরা চিৎকার করে তাঁদের আনন্দ খুশি ব্যক্ত করেছেন। দুর্যোগ কাটিয়ে ঘরে ফেরার আনন্দ হয়তো তারা ধরে রাখতে পারছিলেন না। আজ ওই যাত্রীদের মধ্যে ২৫০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের সকলকেই বাড়িতে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, রেলওয়ে এবং ত্রিপুরা প্রশাসনের তরফে তাদের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। ট্রেন স্টেশনে ঢুকে গেলেও অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত যাত্রীরা কামরার ভেতরেই বসে ছিলেন। স্টেশনে তাঁরা পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে কিভাবে দাঁড়াবেন এবং তাদের স্ক্রিনিং কীভাবে হবে সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা ছিল।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক নিজে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছুর তদারকি করছেন। প্রশাসন সুত্রের খবর, আরও ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে সকল যাত্রীর স্ক্রিনিং সম্পন্ন হতে। এরই সাথে তাদের থাকার বিষয়েও ব্যবস্থা করা হবে। কর্ণাটক থেকে আগত ত্রিপুরার নাগরিকদের জন্য বেশ কয়েকটি একান্তবাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। জানা গেছে, আজ কর্ণাটক থেকে ১,১৪৯ জন যাত্রী নিয়ে এই বিশেষ ট্রেন এসেছে। পথে কিছু বিলম্ব হয়েছে। ত্রিপুরার এই সকল নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে ট্রেনের ভাড়া রাজ্য সরকার মিটিয়েছে।

গতকাল জেলা ও মহকুমা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা আগরতলা রেল স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। সমস্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা। প্রশাসন সূত্রের খবর, আজ এই ট্রেনের সমস্ত বগি একসাথে খোলা হয়নি। এক এক করে কামরার দরজা খোলা হয়েছে। ওই সব কামরার যাত্রীদের স্ক্রিনিং সমাপ্ত হলে পর্যায়ক্রমে বাকি কামরা খোলা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক বলেন, সমস্ত নিয়ম এবং স্বাস্থ্যবিধি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ সুস্থ হয়ে উঠায় ১৪ বিএসএফ জওয়ানকে দেয়া হল হাসপাতাল থেকে ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। করোনা-আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে ১৪ জনকে আজ বুধবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের শালবাগানস্থিত বিএসএফ হাসপাতালে রাখা হবে। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মোতাবেক ১০ দিনের চিকিৎসাধীন সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে আজ। তাঁদের মধ্যে বিএসএফ-এর প্রথম দুই করোনা আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

আজ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক বলেন, প্রথম তিন ধাপে বিএসএফ-এর করোনা আক্রান্তের ১০ দিন চিকিৎসাধীন সময়সীমা সমাপ্ত হয়েছে। তাতে, ১৪ জন জওয়ানকে আজ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। তাঁর কথায়, প্রথমে দুই, তার পরদিন ১২ এবং তার পরেরদিন ১৩ জন করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানের নির্ধারিত চিকিৎসার সময়সীমা সমাপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএসএফ কর্তৃপক্ষ ওই সকল জওয়ানদের রাখার ব্যবস্থা করবে।

বিএসএফ আধিকারিক সিএল বেল্বা বলেন, করোনা আক্রান্ত জওয়ানদের শালবাগানস্থিত বাহিনীর হাসপাতালে রাখা হবে। সেখানে ৩৫টি শয্যা রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, খোয়াই জেলায় চারগড়িয়া বিওপি-তে ৫০ শয্যার একান্তবাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানেও প্রয়োজনে বিএসএফ জওয়ানদের রাখা যাবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ১৫০ জন বিএসএফ জওয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২১২ ◘ ১৪ মে ২০২০ইং ◘ ৩১ বৈশাখ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আত্মনির্ভর ভারত

করোনা মোকাবেলায় বিধ্বস্ত ভারত সত্যিই ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে? 'আত্মনির্ভর' ভারত গড়িতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার লকডাউনের ৪৯ দিনের মাথায় আবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানাইয়াছেন লক ডাউন নতুন রূপে চালু হইবে। ১৮ই মের আগে তাহা জানাইয়া দেওয়া হইবে। করোনা মহামারির প্রকোপ এখনও আছে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়িতেছে। এই অবস্থায় লকডাউন যে একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইবে না তাহা স্পষ্ট। ইহাও স্পষ্ট যে, সরকারকে বিধ্বস্ত অর্থনীতির হাত হইতে বাঁচিতে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ কার্য্যকর করিতেই হইবে। এই প্যাকেজ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনাও দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলিয়াছেন এই প্যাকেজ একটি বড় শূণ্য। পঃবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বলিয়াছেন আসলে এই প্যাকেজ ২০ লক্ষ কোটি টাকার নহে ইহা ১০ লক্ষ কোটি টাকার। প্রশ্ন তুলিয়াছেন এই অর্থ আসিবে কোথা হইতে। রিজার্ভ ব্যাংকের নোট ছাপাইয়া না করের টাকা আদায় করিয়া। এইসব প্রশ্নের মধ্যেও সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা আশা জাগাইয়াছে। এই আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে না তো? এই প্রশ্ন উঠিতেছে এই কারণে যে, প্রধানমন্ত্রী আর্থিক প্যাকেজ জনমনে স্পষ্ট ধারণা আনে নাই। অনেকটা ধোঁয়াশার মধ্যেই রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন আত্মনির্ভর ভারত এর লক্ষ্যে এই প্যাকেজ দেশের জিডিপির ১০ শতাংশ।

বুধবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আর্থিক প্যাকেজের যেসব সুবিধাগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহাতে গরীব মানুষ, দেশজুড়িয়া পরিযায়ী শ্রমিক সম্পর্কে তেমন ঘোষণা পাওয়া গেল না। সরকারী কর্মচারীদের টিডিএসে ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোগীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, গরীব ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাহারা একেবারে তলাইয়া গিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তেমন ঘোষণা তো দেখা গেল না। ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের সুবিধা যদি ১০০ কোটি টাকার শিল্পপতিরা গ্রাস করে তাহা হইলে মূল লক্ষ্যই মার খাইবে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন ২১ শতককে ভারতের শতক বানাইতে হইবে। আত্মনির্ভরতা ৫টি স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া। প্রথম স্তম্ভ অর্থনীতি, দ্বিতীয় স্তম্ভ পরিকাঠামো, তৃতীয় সিস্টেম, চতুর্থ স্তম্ভ ডেমোগ্রাফি, পঞ্চম স্তম্ভ চাহিদা। প্রধানমন্ত্রী দাবী করিয়াছেন এই প্যাকেজ কৃষি, এমএসএমই, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক সব শ্রেণীর জন্য। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আরও বেশী আশার দ্যোতক হইয়া উঠে তখনই যখন তিনি বলেন, আত্মনির্ভরতা মানে আত্মকেন্দ্রীকতা নয়। এতদিন আমাদের গরীব, দুঃস্থ, শ্রমিক, মৎসজীবী, কৃষক বন্ধুরা যাহারা এই সংকটে কষ্ট করিয়াছেন তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে এই প্যাকেজ। দেশীয় তথা স্থানীয় বাণিজ্যিকে স্বাবলম্বী করাই এই প্যাকেজের লক্ষ্য বলিয়া প্রধানমন্ত্রী জানান। ২০০ কোটির কাজের গ্লোবাল টেন্ডার না ডাকিবার লক্ষ্যই হল স্থানীয়দের সহায়তা দেওয়া।

করোনা সংক্রমনে ভারত যখন প্রায় দিশাহারা অবস্থায় তখন ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেড ঘোষণার মধ্যে সাহসী মানসিকতাই দেখা গেল। তবে, এই আর্থিক প্যাকেজের খুঁটিনাটি জনসমক্ষে নিতে হইবে। গোপন রাখিলে চলিবে না। আর এই প্যাকেজের টাকা কোথা হইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহারও পরিস্কার ব্যাখা কেন্দ্রকে দিতে হইবে। দেশের সিংহভাগ মানুষ বিধ্বস্ত। হাতে টাকা নাই, রুজি রোজগারে হাত পড়িয়াছে। আর্থিক সংকটে কাবু লক্ষ লক্ষ মানুষ। কোন রকম করের বোঝা চাপানোর সুযোগ নাই। কোটি কোটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাহারা লকডাউনের কল্যানে পথে বসিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে কি আর্থিক প্রকল্প আছে ওই প্যাকেজে তাহাও বড় প্রশ্ন। একথা মানিতেই হইবে যে করোনা ও লকডাউন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকে তছনছ করিয়াছে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত অনেক বেশী সজাগ ও সক্রিয় আছে। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইর সঙ্গে সঙ্গে দেশ গড়ার এই মহত উদ্যোগকে স্বাগত জানাইতেই হয়। সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধে উঠিয়া এই আর্থিক প্যাকেজ চালু করিলে নিশ্চয়ই তাহার সুফল মিলিবে। এই ব্যাপারে রাজ্যগুলির প্রস্তাবকে মূল্য দেওয়া উচিত। এই আর্থিক প্যাকেজ কেন্দ্রের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্যাকেজের সাফল্য কতখানি তাহাই দেখিবার বিষয়।

কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে এসে রেশন বিলি করায় রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিজেপির মন্ডল সভাপতির

কলকাতা, ১৩মে (হি. স.) : কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে রেশন নয় করোনা বিলি হচ্ছে। এমনই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন বিজেপি যাদবপুর পশ্চিম মন্ডলীর সভাপতি সন্দীপ পান্ডে।

বিষয়টি পরিষ্কার করে সন্দীপ পান্ডে জানান, '৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয়গর ১১/ ৩১ এই বাড়িতেই থাকেন রেশন দোকানের মালিক গোপাল ভৌমিক। ৯৯ ওয়ার্ডে ওনার রেশন দোকান ২/ ১৮২ শ্রী কলোনি। ওনার বাড়ির দোতলায় এক মহিলা করোনা পজেটিভ চিকিৎসাধীন। ওই বাড়ি সমেত গোটা এলাকাকে ব্যারিকেট করা আছে। পুলিশ পোস্টিংও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি কন্টাইন্মেন্ট জোনের বাইরে এসে নিজ হাতে সাধারণ মানুষকে রেশন সামগ্রী বিলি করছেন তাতে সাধারণ মানুষের জীবন সংশয় ঘটতে পারে।যেকোনো মুহূর্তে ভয়াবহ বিপদের হাতছানি আসতে পারে। মুহূর্তে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়তে পারে করোনা সংক্রমণ। তাই আমরা চাই অবিলম্বে ওই রেশন ডিলার খাদ্য দ্রব্য সামগ্রী বিলি বন্ধ করুক।' এ প্রসঙ্গে সন্দীপ পান্ডে আরও বলেন, 'একই বাড়ির নিচ তলায় রেশন ডিলার থাকেন। সেক্ষেত্রে কিভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে রেশন দোকান চালাচ্ছেন। এর ফলে শত শত মানুষ উনার সংস্পর্শে আসছে। এটা কিভাবে সম্ভব। বিনা পয়সার রেশন থেকে মানুষের জীবন কি সস্তা। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে কি ভাবে এই জিনিস চলছে।যাদবপুর পশ্চিম মণ্ডলের সভাপতি হিসেবে আমার একটাই প্রশ্ন, মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা কেনো? অবিলম্বে প্রশাসন কিছু ব্যাবস্থা গ্রহণ করুক।' ইতিমধ্যেই দলীয় লেটার হেড দেওয়া চিঠি লেখার কাগজে যাদবপুর থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি যাদবপুর পশ্চিম মন্ডল সভাপতি সন্দীপ পান্ডে। থানার পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে ৯৯নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। যা রটেছে সম্পূর্ণটাই অসত্য এবং গুজব। আমার কাছে এ ধরনের কোনো ঘটনার বিবরণ নেই।'

পতিত জমিতে ফসল ফলাতে বাংলার নতুন প্রকল্প মাটির সৃষ্টি

কলকাতা, ১৩মে (হি. স.): পতিত রুক্ষ জমিতে চাষাবাদ শুরু করার জন্য এক বিশেষ প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে "মাটির সৃষ্টি" বলে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। জানান, এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে রাজ্যের ছয়টি জেলায় যেখানে মাটি রুক্ষ সেখানে প্রথম এই প্রকল্পের কাজ রূপায়িত হবে।

এদিন নবান্নে প্রকল্পের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই প্রকল্পের জন্য ৫০ হাজার একর জমি ব্যবহার করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝারগ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রথম এই প্রকল্প রূপায়িত হবে।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'এই সমস্ত জেলার মাটি রুক্ষ। এই মাটিতে কিছু সৃষ্টি হয় না তাই এই সব জেলার মোট ৫০ হাজার একর মাটিকে কাজে লাগানোর জন্য মাইক্রো লেভেলে ভাবনা করা হয়েছে।'

সীমান্তে প্রতিবেশীদের নক্কারজনক আচরণ

ভারতের দুই শত্রু দেশ পাকিস্তান ও চিন নিজেদের দুষ্কর্ম করার অভ্যাস থেকে পিছুপা হয়নি। করোনার বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রতিটি দেশ যখন লড়াই করে চলেছে। তখন এই দুই দেশ ভারতের সীমান্তে কাছে নোংরামো করে চলেছে। নির্দিষ্ট রণনীতি মেনে এই দুই দেশ ভারতকে ঘিরে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে ? তবে এদের থেকে আর কি বা প্রত্যাশা করা যায়। এরা বৈদেশিক ও সামরিক নীতি অবলম্বন করে ভারতকে আহত করাই এদের লক্ষ্য। ভারতে অস্থিরতা তৈরি করতে এরা সব সময় মুখিয়ে থাকে। সিকিমে ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে চিন। যার জেরে ভারত ও চীনের সেনাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। দুই দেশের সৈন্যদের মধ্যে এই সংঘাত মারাত্মক রূপ নিয়েছিল।

এই ঘটনায় উভয় পক্ষের সৈন্যরাও আহত হয়েছেন। দীর্ঘ সময় পড়ে উত্তর সিকিম অঞ্চলে ভারত ও চীনের সৈন্যদের মধ্যে এমন সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হল। অন্যদিকে, চীনের চেলা পাকিস্তানও নিয়মিত নিয়ন্ত্রণরেখায় গোলা বর্ষণ করে যাচ্ছে। প্রতিবারই ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই গোলাবর্ষণের উপযুক্ত উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান নিয়মিত মার খেতে ভালবাসে।

মার খাওয়ার রসদ তার প্রয়োজন। ভারত থেকে মার খাওয়ার অভ্যাস পাকিস্তানে। সেই অভ্যাস সে ছাড়তে পারছে না। লাথি না খেলে পাকিস্তানের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায় সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তান আরও একটি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের আশঙ্কা করেছিল। এখন ভারতও সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানকে মার দেওয়া শুরু করে দিয়েছে।উরিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল।

এরপরে, পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বালাকোটে সন্ত্রাসীদের শিবিরগুলি ধ্বংস করে দেয় ভারত। এখন ভারতও প্রেমের চিঠি লেখার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। এখন পাকিস্তানের হামলার নিন্দা বা কঠোর নিন্দা করে ভারত আর চুপ থাকে না। ভারতের রণ কৌশলবিদরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে পাকিস্তান একটি শীর্ষ-শ্রেণীর নির্লজ্জ এবং স্বভাবজাত কুটিল দেশ। বৈঠক বা আলোচনা করে তাদের বোঝানো যাবে না।

পাকিস্তানের চিকিৎসা হচ্ছে তাদের বাড়িতে ঢুকে সন্ত্রাসীদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতিটিতে সাফল্যও এসেছে। তবে পাকিস্তানে

আর কে সিনহা

বিমান হামলার সময় ভারত সাধারণ পাকিস্তানি নাগরিকের কোনও ক্ষতি করেনি। ভারত বিশ্বাস করে যে সেখানকার মানুষ দারিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা এবং মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে লড়াই করছে। সেখানকার লোকদের প্রতি ভারতের কোনও প্রকার অবজ্ঞা নেই। তবে, বিপরীতে, পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিক, মহিলা এবং শিশুদের উপর গুলি চালাতে মোটেও পিছুপা হয় না।

আমরা যদি আবার চীনা সেনাবাহিনীর কথা বলি, তবে ডোকলাম কাণ্ডে পর তাদের আর বিশ্বাস করা যায় না। ভারত-চীন এবং ভুটানের কৌশলগত সীমান্ত ডোকলামে দুই দেশের সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল, তখন ৫৮ বছর আগে ১৯৬২ সালের যুদ্ধের স্মৃতি সতেজ হয়ে গিয়েছিল। আসলে, ভারত সর্বদা চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে ছেয়েছিল। কিন্তু চিনের মনোভাব বরাবরই আলাদা ছিল। তবে ডোকলাম কাণ্ডে ভারতের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অবগত হয় চীন। সমগ্র বিশ্বে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া চিন এখন গোটা বিশ্বের কাছে মানবতার নাম কলঙ্ক। এটা সত্যিই ভারতের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে, চিন ও পাকিস্তানের মতো দু''টি শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী পেয়েছে ভারত। ভারত-চিনের মধ্যে বছরে প্রায় ১০০ বিলিয়ন টাকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে।

চিনকে মোক্ষম জবাব দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। চিন ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার, তবে সে দেশের সঙ্গে ভারতের ২৯ বিলিয়ন টাকার বিপুল ব্যবসা ঘাটতি রয়েছে।

অর্থাৎ চিন বিপুল মুনাফার লাভের স্থিতিতে রয়েছে। তা সত্ত্বেও চিন ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না। চিন থেকে বিপুল পরিমাণে আমদানি হ্রাস করতে হবে ভারতকে এবং চোরাপথে আসা চিনের পণ্যগুলি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে, যাতে তাঁদের আর্থিক কোমর ভেঙে যায়। ভারতকেও চিনের প্রতি নির্ভরতা হ্রাস করতে হবে। শুধু তাই নয়, করোনা-প্রকোপের কারণে চিনের বাইরে যাওয়া জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার কোম্পানি গুলিকে ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য লোভনীয় আমন্ত্রণ জানাতে হবে ভারতকে। ভারতে ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে উন্নীত করার এটাই শ্রেষ্ঠ সময় ও সুযোগ। এই সুযোগকে কোনওভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না।

অর্থাৎ চিনকে দু''দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। প্রথমত, চিন থেকে আমদানি হ্রাস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, চিন থেকে নিজেদের বিনিয়োগ বাইরে নিয়ে যাওয়া কোম্পানিগুলিকে ভারতে ডাকতে হবে।

এই দু''টি পদক্ষেপে চিন চোখে অন্ধকার দেখবে। বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে চিনকে এখন বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ঘৃণার নজরে দেখছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, একবার করোনাকে পরাজিত করার পর, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে শুরু করবে। নিজেরাই উচিত শিক্ষা পাবে। ভারত তো চিনকে দূরে ঠেলে দেওয়াও শুরু করে দিয়েছে। এজন্য তাঁরা দুঃখিতও। তাঁদের নেতারা ঘেমে যাচ্ছে। আসলে সম্প্রতি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) নিয়মে কূটনৈতিক পরিবর্তন এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিবেশী কোনও দেশের কোনও কোম্পানি ভারতের যে কোনও সেক্টরে বিনিয়োগ করতে চাইলে সর্বাগ্রে সরকারের সবুজ সংকেত নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তের পরই চিন বলতে শুরু করেছে, ভারতের এই সিদ্ধান্ত ডাব্লিউটিও-র বিধি লঙ্ঘনের সামিল এবং মুক্ত বাণিজ্যের সাধারণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। এবার চিনকে নত হতেই হবে।

এরইমধ্যে চিন ও পাকিস্তানের পর আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপালও চোখ দেখানো শুরু করেছে। আসলে গত শুক্রবার কৈলাস-মানস সরোবরের সংযোগকারী ৯০ কিলোমিটার রাস্তার উদ্বোধন করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

ওই রাস্তা উত্তরাখণ্ডের ঘটিয়াবাগড়কে হিমালয়ের লিপুলেখের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই কারণে নেপাল ক্ষুব্ধ, অথবা চিন উস্কানি দিচ্ছে। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সামনে নেপালি মানুষজন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। যদিও, ওই রাস্তা থেকে পশ্চিম নেপালের লক্ষ লক্ষ নাগরিক যাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য ভারতে আসেন, তাঁরা উপকৃত হবেন কিন্তু, নেপালের মার্কসবাদীরা চিনের নজরেই দেখছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের ঘনিষ্ঠ নেপালও কী বিশেষ উদ্দেশে ভারতকে ঘেরাও করছে? এই তিনটি দেশের সঙ্গে একসঙ্গে অথবা আলাদা আলাদাভাবে লড়াই করতে সক্ষম ভারত। কিন্তু, এই তিন দেশের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ন নজর রাখতে হবে ভারতকে। নেপালের শাসকদের বোঝাতে হবে। নেপাল তো এমন একটি পাহাড়ি দেশ, যাদের সমস্ত আদানপ্রদান ভারতের মাধ্যমেই হয়। ভারতের সঙ্গে তিক্ততা তাঁদের কীভাবে উপকৃত করবে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

দেরিতে হলেও ঘরে ফিরছে শ্রমিকরা, এখানেই সমস্যার শেষ নয়

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

চঞ্চল মাঝি, একজন দিনমজুর এই রাজ্যের। কাজ করতে তিনি অন্য কোনও রাজ্যে যাননি। গিয়েছিলেন এরাজ্যের অন্য জেলায়। হুগলির উত্তরপাড়াতে। লকডাউনে আটকে পড়েছিলেন। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পথ হেঁটে তিনি উত্তরপাড়া থেকে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় পৌঁছান। করোনা আতঙ্কে প্রতিবেশীদের একাংশ তাঁর এলাকায় থাকা নিয়ে আপত্তি তোলেন। অভিযোগ, প্রতিবেশীদের এই বাধায় অপমানিত বোধ করে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রকাশ, আত্মঘাতী চঞ্চল মাঝি ঘটনার দিন সকালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেও এসেছিলেন।

চিত্র দুই। বাস, ট্রেন নয়, নিদেন পক্ষে সাইকেলও নয়, ঘরে ফিরতে তারা ভরসা করেছিলেন সিমেন্ট মিক্সার মেশিন। এক দুইজন নয়, আঠারো জন। মধ্যপ্রদেশে হাইওয়েতে আটকানো হয় মিক্সার মেশিনের গাড়িটি। মিক্সার মেশিনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা। ১৮ জন পরিযায়ী শ্রমিকের আর বাড়ি ফেরা হয়নি, ঠাঁই হয়েছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে।

তৃতীয় চিত্র। দিল্লি থেকে বিহারের খাগারিয়ার দূরত্ব প্রায় ১২০০ কিলোমিটার। লকডাউন পর্বে কাজ হারিয়ে বছর তিরিশের যুবা ধরমবীর সাইকেলেই ঘরে ফিরতে চেয়েছিলেন। ২৮ এপ্রিল দিল্লি থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে ধরমবীর দিল্লি লক্ষ্মৌ হাইওয়েতে ১ মে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরিযায়ী শ্রমিকদের এই তিনটি চিত্রই ৩ মে'র বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাসিত।

তবে, এই তিনটি ঘটনা প্রথম ঘটল তা নয়। ২৪ মার্চ লকডাউন ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকরা ঘরে ফেরার তাগিতে কেউ হেঁটে, কেউই ভ্যানে, সাইকেলে দীর্ঘ যাত্রার দখল নিতে না পারায় ঘরে ফিরতে পারেননি, মঝ পথে শ্রান্ত, ক্লান্ত প্রাণের অবসান হয়েছে।

লকডাউনের প্রায় ৩৮ দিন বাদে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ীদের শ্রমিকদের নিজ রাজ্যে ফেরাতে ১ মে রেলের চাকা গড়ালো, চলল বাস। কিন্তু এই উদ্যোগ আর কিছুদিন আগে নিলে কয়েক লক্ষ শ্রমিকের দুর্দশা হয়তো কিছুটা হলেও কমতো।

তৃতীয় দফার ১৪ দিনের লকডাউনের মেয়াদ শেষ হতে এখন বাকি ৭ দিন। তালাবন্দি অবস্থায় দুই দফায় কেটেছে ৪০ দিন। তৃতীয় দফাতেই লকডাউনের মেয়াদ শেষ কিনা তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না। তবে একথা সত্যি মে মাসের পরে লকডাউন চালিয়ে গেলে তা হবে অর্থনৈতিক বিলাসিতা। আর এই বিলাসিতা করার মতো আমাদের আর্থিক অবস্থা আছে কিনা তা ভাববার বিষয়।

আমাদের দেশের অর্থনীতির চাকাটি যেসব পরিযায়ী শ্রকিরা এতদিন চালু রেখেছে তাদের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ। এই শ্রমজীবীর ৯০ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের। ২০১৭-র আর্থিক সমীক্ষা বিশ্লেষম করে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম ওপরের এই তথ্য উল্লেখ করে আরও জানিয়েছে, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে থেকে একটু বেশি সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে গেলে পশ্চিমবাংলা, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর থেকে বাঁচার তাগিদে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকের সংখ্যাও খুব কম নয়। মোটামুটিভাবে এদের গন্তব্যস্থল মুম্বাই, দিল্লি, কেরল, গুজরাত, বেঙ্গলুরু।

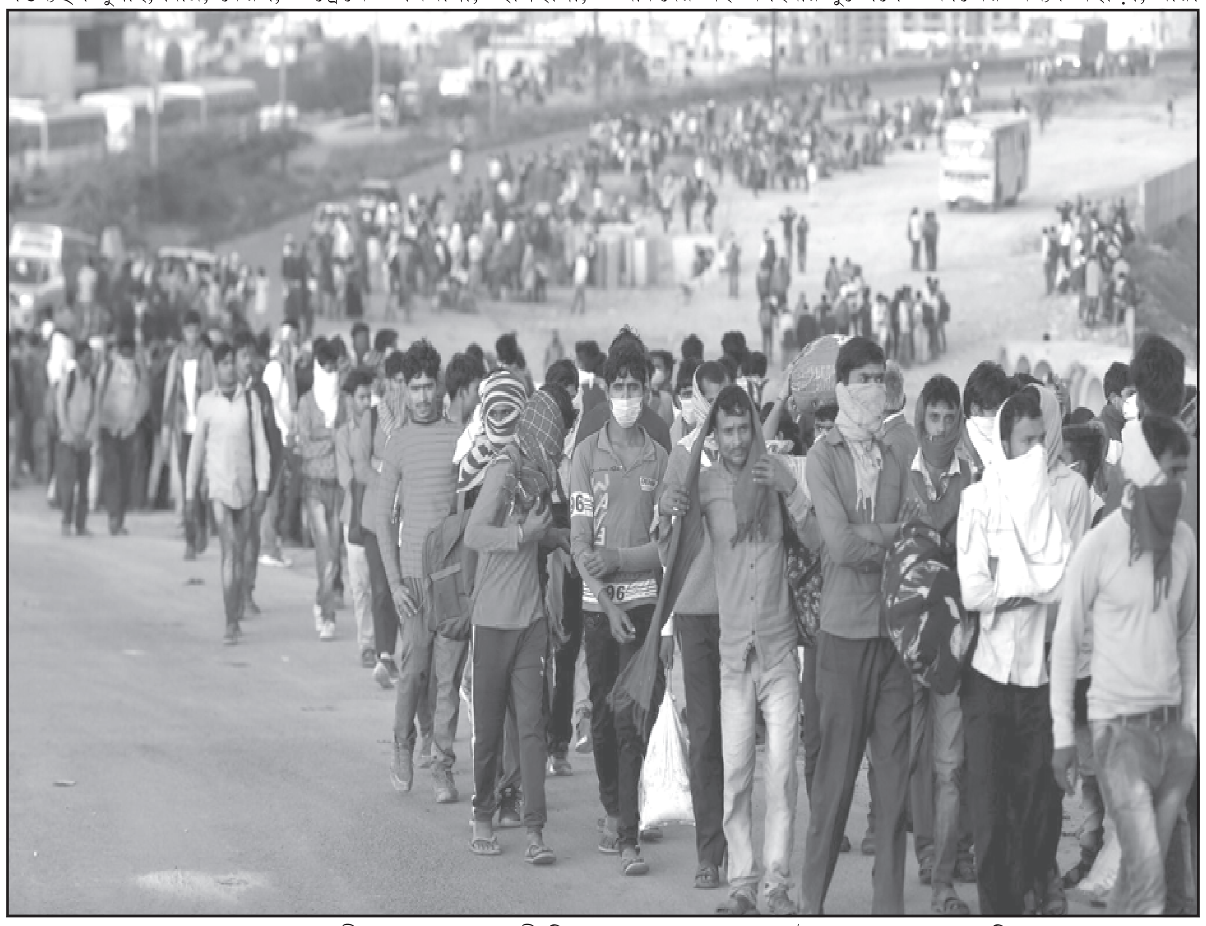

এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ৩৬.২ শতাংশ কাজ করেন নির্মাণ শিল্পে, কৃষিতে ২০.৪ শতাংশ, পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত ১৫.৯ শতাংশ আর ম্যানুফারচারিংয়ে ১৫ শতাংশের মতো। কাজের সন্ধ্যানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া মহিলা পরিযায়ী শ্রমিকের ৫৯ শতাংশ এবং পুরুষদের ৬০ শতাংশই হল গ্রাম ছেড়ে আসা, স্বপ্ল সময় /ঋতু ভিত্তিক যেসব পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন তাদের ৫০ শতাংশের বয়সে ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। আর স্বপ্ল সময়ের পরিযায়ীদের ৫২ শতাংশই নিরক্ষর। ছোট করে এই পরিসংখ্যান উল্লেখের উদ্দেশ্য হল তাদের সামাজিক অবস্থান কি রকম তারা ধারণা দেওয়ার জন্য।

পরিযায়ী শ্রমিকরা লকডাউনের ঘোষণার পর থেকেই চরম দুর্দশায় পড়েছে। সাধারণ সময়ে তারা কষ্টেই দিনযাপন করেন। তারপরে লকডাউনের ফলে রোজগার হারিয়ে ভাড়া না মেটাতে পারায় ঘর ছাড়ার হুমিক, সব মিলিয়ে তাদের যে অবর্ণনীয় দুর্দশা তা বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদ, সামাজিক কর্মী হবার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র প্রয়োজন, চোখ খোলা রাখা।

ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের লকডাউনের ৪০ দিন পরে ট্রেন, বাস চালিয়ে ঘরে ফেরানো হচ্ছে। আমাদের রাজেও ইতিমধ্যে ট্রেনে রাজস্থানের আজমের শরিফ এবং কেরল থেকে প্রায় ২৫০০ পরিযায়ী শ্রমিক এসে পৌঁছেছেন। তবে এই ট্রেনে তীর্থযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, রোগীরাও আছেন। আগামী দিনে ভিন রাজ্যে যাওয়া আরও শ্রমিক ট্রেন-বাসে ফিরবেন বলে আশা করা যায়। তবে শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে নয়, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ডে এরকম ট্রেন এসেছে বা আসছে। ৩১টি ট্রেন ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের ছুটেছে (৫ মে)।

কেরল, রাজস্থান ছাড়া মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, দিল্লি , দুজরাতে বহু পরিযায়ী শ্রমিক এখনও আটকে রয়েছেন। লকডাউনে দেড়মাস ধরে চাকরি হারিয়ে, খাবারের অভাবে তারা শুধুমআত্র আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত তা নয়, মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছেন। উদ্বিগ্ন তাঁদেরে আত্মীয় পরিজন। কয়েকটি রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য থাকা, খাওয়া ব্যবস্থা করেছে। কেরল তাদের 'অতিথি শ্রমিকদের (কেরলে পরযিয়ী শ্রমিকদের এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে) যা ব্যবস্থা করেছেন তা প্রশংসিত হলেও অন্যান্য রাজ্যে ব্যবস্থার চাইতে অব্যবস্থাই বেশি।

লকডাউনের শেষ প্রহরে (অনুমান মেয়াদ বাড়বে না), শেষ প্রহর না হলেও অঞ্চলবিশেষে আংশিকভাবে লকউন তুলে নেওয়া হবে বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর এখানেই প্রশ্ন সরকার (কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার) যখন আর্থিক কাজকর্ম শুরু করতে চাইছেন তখন এই পরিযায়ী শ্রকিদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ কেন?

লকডাউন গোষণার আগে মোদি সরকার এহসশব পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা মাথায় নিয়েছিলেন কি? অবশ্যই নয়। যদি সামান্যতম চিন্তা এদের জন্য থাকতো তবে এই শ্রকিদের এই অসহনীয় দুর্ভোগে পড়তে হত না। লকডাউন ঘোষণার দিনই হয়তো ভিটেছাড়া ভিন রাজ্যে পড়ে থাকা শ্রকিদের দুর্দশার ছবি প্রকাশ না পেলেও এক সপ্তাহের আর্থিক, মানসিক বিপন্নতার কথা জানা যাচ্ছিল। তা হলে প্রথম দফার লকডাউনের সময়ে আজকের মতো বিশেষ ট্রেন/ বাস চালিয়ে তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনলে হয়তো মানসিক ও আর্থিক বিপন্নতা কিছুটা হলেও কিন্তু কমতো।

পরিযায়ী শ্রমিকদের একন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আর একটি প্রশ্ন উস্কে দিচ্ছে? যখন অর্থনৈতিক কাজকর্ম শুরুর কথা বাবা হচ্ছে তখন এদের ফিরিয়ে আনার যৌক্তিকতা কোথায়? নির্মাণ শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং, পণ্য পরিবহণে পরিযায়ী শ্রকিদের যে ভূমিকা রয়েছে তার নিজ রাজ্যে ফিরে গেলে সেই আর্থিক কর্মকণ্ড চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে কি ? আর শুধু শিল্পোৎপাদন নয়, কৃষির ক্ষেত্রে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের অনুপস্থিতি এই ক্ষেত্রের কাজকর্ম ব্যাহত করবে কিনা, তা ভেবে অভিজ্ঞ মহল চিন্তিত।

আরও একটি প্রসঙ্গ উঠে আসছে। ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিকরা কাজ খুইয়ে ফিরে এসে করোনোত্তর সময়ে তারা কি আবার পুরানো কাজ ফিরে পাবেন? সম্ভাবনা কম। ৫ মে সুরাতে ভিন রাজ্যের শ্রকিমদের বিক্ষোভের খর প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, লকডাউনের মধ্যে ঠিকাদাররা অন্যান্য জায়গা থেকে সুরাতে শ্রমিক নিয়ে এসেছে নির্মাণ কাজের জন্য। এছাড়া, যারা এখন ফিরে আসছেন তারা লকডাউনের জন্য যে দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছেন তার মানসিক আঘাত কি সহজে বুলতে পারবেন? মানসিক ক্ষতে হয়তো বা তারা আগামী দিনে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে ভরসা পাবেন না।

এখানেই শেষ নয়, যারা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তাদের নিজরাজ্যে আর্থিক অবস্থান কোথায় হবে? কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পেরেই তারা ভিন রাজ্যমুখী হয়েছিলেন এখন তাদের জন্য নতুন সুযোগসৃষ্টির সম্ভাবনা কতটুকু? আর এখানে নতুন করে সামাজিক দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তৈরির আশঙ্কা রয়ে গেল। লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে। আমাদের আজকের আলোচনার শুরু'র প্রথমে বর্ধমানের যে ঘটনাটি উল্লেখ কার হয়েছে তা যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয় তবেই স্বস্তি। কিন্তু বিভিন্ন মহলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, করোনা পরিস্থিতিতে ভিন রাজ্যে আসা লোকজনের মাধ্যমে সংক্রমণ আরও বেড়ে যেতে পারে। এই শঙ্কার কথা শুধু গ্রামাঞ্চলের, একথা ভাবলে ভুল হবে, শহুরে মানুষও কিন্তু এই ভাবনার বাইরে নয়। আর এজন্য পরিযায়ী শ্রকিমদের আসার পরে যতই পরীক্ষা করা হোক, তাদের প্রতিবেশিরা তাদের কতটা সহজে গ্রহণ করবেন তা নিয়েও প্রশ্নপ্ন রয়েছে। কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরেও করোনা সংক্রমিত নয়, একথা জানার পরে তাদের আশপাশের লোকজন স্বাভাবিকভাবে নেবে তো? তবে অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ঠিক মতো পরীক্ষী না হলে সংক্রমণ ছড়ানোর ভয় থাকবেই। চঞ্চল মাঝির মতো ঘটনা ঘটবে না তো?

ভিন রাজ্যে থাকা শ্রমিকদের যদি লকডাউনের ঠিক পরে পরেই যদি আজকের মতো বিশেষ ট্রেন, বাসে ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হলে পরিযায়ী শ্রকিমদের হয়রানি, দুর্ভোগ যেমন কমতো, তেমনি ঘরমুখী হয়েও আজকে তাদের যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা অনেকটাই কম হত। লকডাউনের প্রথম অবস্থায় করোনা ত্রাস সাধারণের মনে চিল, কিন্তু আজকের মতো নয়।

আজকের আলোচনায় আমরা ইতি টানবো একটু অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে। ১৯৯৬ সালে বিল্ডিং আদারর্স কনস্ট্রাকশন ওয়াকার্স ওয়েলফেয়ার সেস আইন পাশ হয়েছিল। সারা দেশেই এই আইনটি কার্যকর। প্রত্যেক রাজ্যেই নির্মাণকর্মীদের ওয়েলফেয়ার বা কল্যাণ পর্ষদ রয়েছে। এই আইনানুসারে সরকারি/ আধাসরকারি/ বেসরকারি সংস্থা নির্মাণ কাজ করলে ঠিকাদার বা নির্মাণ সংস্থার নির্দিষ্ট হারে (বর্তমানে কাজের মূল্যের ওপর ৯ শতাংশ) সেস দিতে হয় এবং তা কল্যাণ পর্ষদে জমা হয়।

পরিযায়ী শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ এই নির্মাণ শিল্পে জড়িত বিভিন্ন রাজ্যের পর্যদের হাতে ৫২,০০০ কোটি টাকা খরচ না হয়ে পড়ে আছে। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ২০ মার্চ শ্রমিকদের দুর্দশা মেটাতে এই টাকার ব্যবহার করতে বলেছিলেন। সরকারি সূত্রে প্রকাশ, শ্রমিকদের দুরবস্থা মেটাতে রাজগুলি এব্যাপারে খুব উদ্যোগী হয়েছে বলে জানা নেই। শ্রমিক সংগঠনগুলি কি এ ব্যাপারে অবগত আছেন, প্রশ্ন অনেকের।

গরমের দাপট বাড়তেই বাজারে বেড়েছে বৈদ্যুতিন পাখা বিক্রি। ছবি- নিজস্ব।

জীবিকা সচল রাখতে বাংলাদেশে লকডাউন শিথিল: ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৩।। করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে লকডাউন শিথিল করার সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে 'বাস্তবতা বিবেচনা' করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে মানুষের জীবনের পাশাপাশি জীবিকার চাকা সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সাধারণ ছুটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।যারা মনে করছেন এই সিদ্ধান্ত ভুল, তাদেরকে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে দেখে বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বুধবার ঢাকায় নিজের সরকারি বাসভবন থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে কথা বলেন সরকারের সেতুমন্ত্রী কাদের।বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে সরকার গত ২৬ মার্চ থেকে সব অফিস-আদালত এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ করে সবাইকে যার যার বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেয়। ফলে বিশ্বের আরও অনেক দেশের মত বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষও ঘরবন্দি দশার মধ্যে পড়ে, যাকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে 'লকডাউন' হিসেবে।সেই 'ছুটির' মেয়াদ কয়েক দফায় বাড়িয়ে ১৬ মে পর্যন্ত করা হলেও সম্প্রতি কিছু ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ শিথিল করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা চালু করার পাশাপাশি ঈদ সামনে রেখে বিপণি বিতান ও দোকান-পাট খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মসজিদেও আবার বাইরে থেকে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সরকারঘোষিত ছুটির মেয়াদ এখনও শেষ না হলেও রাস্তায় এখন যেভাবে ভিড় বাড়ছে, তাতে সংক্রমণ আরও বাড়ার শঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকে। সরকারের মার্কেট ও কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকে সমালোচনাও করছেন।সরকারের ওই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওবায়দুল কাদের বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিল করার উদাহরণ টানেন।বৈশ্বিক এই মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে মৃতের সংখ্যা যেখানে ৯০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৪০ হাজার, ফ্রান্স ইতালিসহ কিছু দেশে ২৫ থেকে ৩০ হাজারে পৌছেছে, সেসব দেশে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও লকডাউন শিথিল করা হয়েছে।করোনাভাইরাস সঙ্কটের এই সময়ে ডেঙ্গু যেন না বাড়তে পারে, সে বিষয়ে দেশের সব সিটি করপোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

তিনি বলেন, এ সময়ে মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে বলে গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এইডিস মশা থেকে মুক্তি পেতে সামাজিক সচেতনতা জরুরি হয়ে পড়েছে।ঘর-বাড়ির চারপাশে যাতে পানি না জমে সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। করোনাভাইরাস মোকাবিলার পাশাপাশি সারা দেশে সিটি করেপারেশনকে মশক নিধনে কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশের যে কোনো দুর্যোগে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাই সবার আগে মানুষের পাশে দাঁড়ায় মন্তব্য করে কাদের বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানো আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। দলের সভানেত্রীর নির্দেশে নেতাকর্মীরা সারা দেশে অসহায় মানুষের কাছে দুর্যোগে আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ত্রাণ সহায়তা, খাদ্য ও নগদ সহায়তা, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, টেলি মেডিসিন, লকড ডাউন এলাকায় রাতে খাবার বিতরণ, ইফতার বিতরণ, সেহেরি বিতরণ, সবজি বিতরণসহ কৃষকদের ধান কেটে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ঘরে পৌছে দিয়েছেন।সঙ্কটের এই সময়ে দেশের ৪ কোটি মানুষকে সরকারি সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আরও ১ কেটি ২০ লাখ পরিবারকে সহায়তা করা হয়েছে বলে জানান দলের সাধারণ সম্পাদক।তিনি বলেন, এই ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি ঈদের আগে ৫০ লাখ মানুষকে নগদ অর্থ প্রদান করা হবে, যা আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করতে পারেন।ত্রাণ বিতরণ নিয়ে কোনো অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, এই সময়ে একটি অশুভ মহল ত্রাণ বিতরণ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আমরা দেশবাসী ও জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

কোভিড-১৯, বাংলাদেশে ছুটি বাড়ছে ৩০ মে পর্যন্ত, যানবাহন চলাচলে কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি,,ঢাকা,মে ১৩।। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ রোধে চলমান সাধারণ ছুটি আরও ১৪ দিন বাড়ছে। আগামী ১৭ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

বুধবার (১৩ মে) সন্ধ্যায় প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আজ (বৃহস্পতিবার) ছুটি বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।১৪ দিন ছুটির মধ্যে শবে কদর, ঈদ ও সাপ্তাহিক ছুটিরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৪ বা ২৫ মে দেশে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে।করোনার কারণে সরকার প্রথমে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করে। পরে কয়েক দফায় ছুটি বাড়িয়ে ১৬ মে পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু দেশে এখনও করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি নেই, বরং দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ঈদের দুই দিন আগে, ঈদের দিন ও ঈদের চার দিন পর- এই সাতদিন এখন প্রাইভেটকারসহ যেসব সাধারণ যানবাহন রাস্তায় রয়েছে, এগুলোর চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, যাতে এগুলো চলাচল করতে না পারে।জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে যেখানে আছেন, সেখান থেকেই ঈদ করতে হবে। এসব নির্দেশনা ছুটি বাড়ানোর প্রজ্ঞাপনে থাকবে। গত ১৬ মে ও ঈদের ছুটির মাঝখানে কর্মদিবস মাত্র চারটি- ১৭, ১৮, ১৯, ২০ মে। এরপর ২১ মে শবে কদরের ছুটি। এরপর ২২ ও ২৩ মে সাপ্তাহিক ছুটি। আবার রমজান মাস ৩০ দিন ধরে ২৪ মে (রোববার) থেকে শুরু ঈদের ছুটি। ২৫ ও ২৬ মে'ও (সোম ও মঙ্গল) ঈদের ছুটি থাকবে। সরকারি ছুটির তালিকায় এভাবেই নির্ধারিত আছে। তবে রমজান মাস ২৯ দিনে শেষ হলে ঈদের ছুটি থাকবে ২৩, ২৪ ও ২৫ মে (শনি, রবি ও সোম)।

ইতোমধ্যে জরুরি সেবা সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস সীমিত পরিসরে খুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মানা সাপেক্ষে দোকান, শপিংমল, কারখানা, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সীমিত আকারে খুলে দেয়া হয়েছে। তবে বন্ধ রয়েছে গণপরিবহন। বুধবার (১৩ মে) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়, দেশে মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ভাইরাসটি হানা দেয়ার পর দেশে এটিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। এ নিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২৬৯ জনে। একই সময়ে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও এক হাজার ১৬২ জন। এটিও একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৭ হাজার ৮২২ জনে।

মানবিক সহায়তা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ১৩।। বাংলাদেশে মানবিক সহায়তা করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান (পিকআপ) মালিক সমিতি। এই সমিতি করোনা ভাইরাসের কারনে লকডাউনে অবরুদ্ধ নাসিক ৪ ও ৫নং ওয়াডের্র ও শিমরাইল ট্রাকটার্মিনাল এর শ্রমিকসহ গরীব, অসহায়, নিম্নআয়ের প্রায় ৫ হাজার পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পিয়াজ, ছোলা, তেল, লবন,এ্যাংকার ডাল ও সাবান সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। আর এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিরলস ভাবে কাজ করছেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিকলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান (পিকআপ) মালিক সমিতি, শিমরাইল শাখার সভাপতি মো: দেলোয়ার হোসেন।

বুধবার সকাল ১১টায় তার অফিসে আয়োজিত সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঈদ প্যাকেজ বাস্তবায়নের বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির কার্যকরী সভাপতি কাজী আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি আফাজ উদ্দিন, যুগ্ন সম্পাদক মো: মামুন হাওলাদার, আকবর হোসেন ও অফিস সম্পাদক আবুল কাশেম, আরিফ হোসেন,মো: সফি,আলী আকবর,শিমুল,আলী আহাম্মেদ, আলম,আহাম্মদ,খোকন,হারুন, শাকিল,রমজান প্রমূখ।

করোনা: বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১৯ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১১৬২

নিজস্ব প্রতিনিধি,,ঢাকা,মে ১৩।। বাংলাদেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১১৬২ জনের করোনা শনাক্ত এবং ১৯ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭ হাজার ৮৬২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৭ হাজার ৯০০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ ভাইরাসে নতুন করে ১১৬২ জন শনাক্ত হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ হাজার ৮২২ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ১৯ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৯ জনে। নতুন করে মারা যাওয়া ১৯ জনের মধ্যে ১২ জন পুরুষ এবং সাতজন নারী বলে জানান নাসিমা সুলতানা। ঢাকার হাসপাতালেই ১৩ জন মারা গেছেন। মৃতদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে বলে জানান তিনি।এছাড়া নতুন করে ২৪ ঘণ্টায় আরও ২১৪ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ায় মোট ৩ হাজার ৩৬১ জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

কেন্দ্রের আর্থিক প্যাকেজ অশ্বডিম্ব : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : কেন্দ্রের আর্থিক প্যাকেজ আদতেই অশ্বডিম্ব। প্যাকেজ নিয়ে টোটাল টাই বিগ বিগ জিরো। বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এর আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার পর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এভাবেই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 'অর্থমন্ত্রীর এদিনের ঘোষণার পর ভারতের অর্থনীতি আরো তলানীতে গিয়ে ঠেকবে।'

মঙ্গলবার রাত ৮ টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হল। এই আর্থিক প্যাকেজে কোন সংস্থায় কত টাকা বরাদ্দ করা হবে তার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানাবেন। সেই অনুযায়ী বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ৯০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ঘোষণার ঠিক পরেই কেন্দ্রের এই প্যাকেজকে সম্পূর্ণ "ভাঁওতাবাজি" বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনে বলেন, 'কাল যা বলেছিল তাতে ভেবেছিলাম রাজ্যগুলো কিছু করে টাকা পাবে। কিন্তু রাজ্য গুলোকে কিছুই দেয়নি কেন্দ্র। এমএসএমই, কোভিড, এছাড়াও রাজ্যগুলির যা কিছু পাওনা আছে কেন্দ্রের থেকে তা কিছুই এখনো আসেনি। কেন্দ্রের পুরো প্যাকেজটাই আই ওয়াশ এবং পুরো ব্যাপারটাই মানুষকে ভাওতা দেওয়া'। মুখ্যমন্ত্রী এদিন কেন্দ্রের অর্থনৈতিক প্যাকেজ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'কর্মসংস্থানের কোন কথা বলা হলো না। করণা মোকাবেলার বরাদ্দ কোথায়? কেন কৃষিক্ষেত্রে ঋণ মুকুব করা হলো না?' মমতার আরও সংযোজন, 'বাংলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ৯০ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলছে। এই ৯০ হাজার কোটি আগেই দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিপদে পড়া মানুষকে কোন নগদ দেওয়া হল না। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেই। দুর্ভোগের সময় ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হচ্ছে। আয়কর রির্টান এর সময়সীমা বৃদ্ধি প্রত্যাশিত'। এই মুহূর্তে কেন্দ্র রাজ্যগুলির থেকে অধিকার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করছে- বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ৪৫ লাখ মাস্ক, ৭.৫ লাখ পিপিআই তৈরি হয়েছে। ২.৬ লক্ষ্য লিটার স্যানিটাইজার তৈরি হয়েছে বলেও এদিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনা আক্রান্ত ভ্লাদিমির পুতিনের মুখপাত্র

মস্কো, ১৩ মে (হি. স.) : করোনা আতঙ্ক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ। তাঁকে হাসপাতেল ভরতি করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমকে এখবর জানিয়েছেন পেসকোভ নিজেই। রুশ প্রেসিডেন্টের ক্রেমলিনের মুখপাত্র পেসকোভ এখবর জানান। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসা চলছে। ৫২ বছরের পেসকোভ ২০০৮ সাল থেকে পুতিনের মুখপাত্র পদে কাজ করছেন। তবে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করছেন ২০০০ সাল থেকে। রাশিয়ার সরকার অ্যাসিম্পটোম্যাটিকদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলেছে। তাই পেসকোভের হাসপাতালে

ছয়ের পাতায়

বরাক উপত্যকায় চলতি সপ্তাহে হাল্কা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার পূর্বাভাস

শিলচর (অসম), ১৩ মে (হি. স.) : চলতি সপ্তাহে বরাক উপত্যকায় হাল্কা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৩ মে থেকে ১৭ মে পর্যন্ত উপত্যকার আবহাওয়া সাধারণত মেঘলা থাকবে। ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল বিভাগ প্রদত্ত এই পূর্বাভাসে আগামী ১৪ মে ৫৫ থেকে ৬৩.৫ মিমি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভবনা ব্যক্ত করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল বিভাগ প্রদত্ত পূর্বাভাস অনুযায়ী সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে এই কয়দিন। প্রত্যাশিত সকাল এবং সন্ধ্যায় আপেক্ষিক আর্দতা থাকবে যথাক্রমে ৭৪-৯৪ শতাংশ এবং ৩৯-৬৭ শতাংশ। বেশিরভাগ দক্ষিণ-ইস্টারলি বায়ু ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার ঘণ্টা গতিবেগে প্রবাহিত হবে।

অরুণাচল (অসমের কাছাড় জেলা) কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র তাধের আবহাওয়া বুলেটিন মারফত কৃষকদের আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। কেভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে কৃষিকার্য পরিচালনার সময় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে কৃষকদের কিশান রথ অ্যাপটি ডাউনলোড করতেও বলা হয়েছে। আরোগ্য সেতু অ্যাপ্লিকেশনে গোষ্ঠীগুলি এবং স্বতন্ত্রভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে তার লিঙ্ক ভাগ করে তাদের মোবাইলে ইন্সস্টল করে গাইড অনুযায়ী সচেতনতা তৈরি করতে আবেদন জানানো হয়েছে।

বলা হয়েছে, যেহেতু চলতি সপ্তাহে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি পরিপক্ক বোরো ধান কাটতে এবং নিরাপদে রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কৃষিকাজের যে কোনও সমস্যার জন্য কৃষকরা কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ে জানতে ১৮০০-১৮০-১৫৫১ নম্বরে, ইএনএএম সম্পর্কিত তথ্যের জন্য ১৮০০-২৭০-০২২৪, আন্তঃরাষ্ট্র পরিবহণ সমস্যার জন্য ১৮০০-১৮০-৪২০০ এবং ১৪৪৮৮ নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়ায় ফেস-মাস্ক বিতরণ সামাজিক সংগঠনের

বাজারিছড়া (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া উন্নয়ন খণ্ডের অধীনস্থ বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়ত (জিপি)-এর অন্যতম সামাজিক সংগঠনের কালাছড়া নেতাজি সংঘ বহু মানুষকে বিনামূল্যে ফেস মাস্ক বিলি করেছে।

বাজারিছড়া বাজার অঞ্চলের দোকানদার এবং স্থানীয় এলাহাবাদ ব্যাংক ও বন্ধন ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে সামাজিক সংগঠনের পদাধিকারী ও সদস্যরা বিনামূল্যে মুখে বাঁধার জন্য মাস্ক বিতরণ করেছেন। সেই সঙ্গে সবাইকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে অপ্রয়োজনে ঘর থেকে না বেরোনোর আবেদন জানান তাঁরা। তবে অগত্য ঘর থেকে বের হতে হলে মুখে মাস্ক পরার পাশাপাশি ব্যক্তি দূরত্ব বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছেন নেতাজি সংঘের পদাধিকারী ও সদস্যরা। তাছাড়া সেনিটাইজার দিয়ে হাতকে জীবাণুমু করতেও বলা হয়েছে। তবে সেনিটাইজার না থাকলে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধৌত করলেও চলবে বলে তাঁরা সবাইকে নিদান দিয়েছেন।

নেতাজি সংঘের পক্ষ থেকে পাঁচ শতাধিক ফেস মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া স্থানীয় ব্যাংক ও হাসপাতালের কর্মচারীদের মধ্যে ফল ও ফলের রসও বিতরণ করেছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। করোনা ত্রাসের মধ্যে নিরন্তর মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন তাদের সেবাকে সম্মান জানিয়ে এই ক্ষুদ্র উপহার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সামাজিক সংগঠন নেতাজি সংঘের সহ-সভাপতি অলক দে এবং সহ-সম্পাদক অমিত দেব জানান, চলতি লকডাউনের মধ্যে সমস্যাগ্রস্ত মানুষজনের সাহায্যের জন্য এক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তাদের সংগঠন। এই দুঃসময়ে সমস্যাগ্রস্ত মানুষে পাশে দাঁড়ানো সামাজিক জীব হিসেবে তাঁদের কর্তব্য বলেও জানান তাঁরা। এই কার্যক্রমে নেতাজি সংঘের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য সর্বজিৎ পাল, হৃষিকেশ নন্দী, স্বপন দাস, মিটন রায়, শুভ্র পাল, রাজ দে, অজয় পাল, শুভ্রজিত দেব, পল্লব দে, রতন চক্রবর্তী, নিধু দাস, বিভাস দাস প্রমুখ।

সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে আজ ভোর থেকে ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও বনধের ডাক

হাফলং (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : লকডাউনের আবর্তে বৃহস্পতিবার সকাল ৫-টা থেকে ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা তথা ডিমারাজি বনধ-এর ডাক দিয়েছে হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি। বনধ চলবে শুক্রবার বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে 'খুনের সঙ্গে জড়িত ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান'কে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবির ভিত্তিতে আগামীকাল (১৪ মে) থেকে ৩৬ ঘন্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

লকডাউনের মধ্যে গত ২৪ এপ্রিল ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডিহাওরের বাড়ি থেকে পাঁচ দুষ্কৃতকারীর এক দল বন্দুকের নলের মুখে তুলে নিয়ে নৃশংস ভাবে খুন করেছিল। এর পর হারাঙ্গাজাও থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে লাংটিং থানার অন্তর্গত মুপা রিজার্ভ ফরেস্ট সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে লাইলিঙের জঙ্গলে মাটির নীচে পুতে রাখা হয় সন্তোষের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ।

৩০ এপ্রিল পুলিশ সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে। ডিএইচডি-র প্রাক্তন সদস্যকে খুনের সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের। তার পর থেকেই ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন দল সংগঠন এই খুনের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ডিএসপি-কে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে আসছিল সংগঠনগুলি। এমন-কি ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা এই খুনের সঙ্গে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। তাই এবার সন্তোষ হোজাই হত্যার সিবিআই তদন্ত চেয়ে এবং ডিএসপি-কে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৫ টা থেকে ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও তথা সমগ্র ডিমারাজি এলাকা বনধ-এর ডাক দিয়েছে ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি।

বুধবার সরকারি সমন্বয় সমিতি টিআইডিসি চেয়্যারম্যানের হাতে করোনা পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

নেফ্রোটিক সিনড্রোম Nephrotic Syndrome

সত্যজিৎ চক্রবর্তী

নেফ্রোটিক মানেই কিডনী সংক্রান্ত অসুখ, যা শুনলেই আমরা আতঙ্কিত হই। এই অসুখে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন (40mg/m²/Hour) যায় পেচ্ছাবের সাথে, রক্তে এলবুমিন কমে যায় (এলবুমিন (২-৫/g dl) রক্তে ফ্যাট বা (LIpid) বেড়ে যায় (কলোস্টেরল) ২০০ /dl) হয় এবং শরীরে ফোলা বা Edemd থাকে। বেশির ভাগেরই কারণ অজানা, কিন্তু থেকে এটা খুব কম ক্ষেত্রে হতে পারে। বেশির ভাগ (৮০ শতাংশ-এর উপর) বাচ্চারাই এই অজানা কারণে নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে কমে যায় বা ভাল হয়ে যায় মুখে স্টেরয়েড চিকিৎসার ফলে। এসব ক্ষেত্রে ফলাফল (progress) ভালই হয় তাদের চাইতে যাদের মুখে স্টেরয়েড খাওয়ালেও কাজ হয় না (ste-roid Resistant) কতদিন রোগটা থাকবে তার ঠিক নেই। কিছু কিছু শিশুর রোগটা আর হয় না ২০ শতাংশ) বা ১-২ বছরে ঘুড়ে আসে (২০-২৫ শতাংশ) কিন্তু অন্যান্যদের বার বার রোগটা হয় এর সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ। কিছু কিছু রোগী প্রথম দিকে মুখে স্টেরয়েড দিলে কমে যায়, কিন্তু পরে তাতেও কাজ করে না (late resistant) রোগীর রোগের ইতিহাস জানতে হবে, ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে বিশেষ করে রোগের কারণের জন্য আগে কি চিকিৎসা

হয়েছিল, ফোলা বা (edem) ছিল কিনা, রক্তচাপ (Blood Pressure) শরীরের মাপ থেকে , মানে হাতের ও পায়ের মাপ, মাথার মাপ ,উষ্ণতা, ওজন সব দেখতে হবে এবং এখনে কোনরকম ইনফেক্শন আছে কি না তাও দেখতে হবে। পেচ্ছাবে প্রোটিন যাচ্ছে কিনা তা বুঝতে হবে।

পেচ্ছাব পরীক্ষায় রক্তে ইউরিয়াও ক্রিয়েটিনিন, এলবুমিন, কলেস্টরল, রক্ত আছে কি না, কাস্ট আছে কি না সব দেখতে হবে।

কমপ্লিট ব্র্যাড কাউন্ট করতে হবে। টিউবারকোলিন পরীক্ষা করতে হবে। দরকার হলে বুকের (X-Ray) পেচ্ছাবের কালচার ইত্যাদি আরো কয়েকটি পরীক্ষা করতেই হবে। বায়োপসি (Biopsy) বেশীর ভাগ বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই এই বায়োপসির দরকরা হয় না। কিন্তু যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম ঠিক অন্য সাধারন ধরনের না হয়ে—বয়স ১-১৬ বছর পর্যন্ত বার বার পেচ্ছাবে রক্ত থাকলে, (Kidney) কাজ না করলে ফলে বহুদিন উচ্চরক্ত চাপ থাকে তখন তা দরকার হতে পারে।

রোগটা দমন করতে হলে প্রেডনিমোলেন বা প্রেডনিসোন দিতেই হবে।

কিন্তু রোগটা ফিরে এলে তখন ইনফেক্শন থাকতে পারে। এর সময় প্রায় ৫-৬ সপ্তাহ লাগে। মাঝে মাঝে রোগটা ফেরে (in-frequent relapse) এই সব রোগীকেও বছরে ৩ বা তার কম রোগটা আবার হয়।

বহুদিন ধরে একদিন অন্তর স্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে যার স্টেরয়েড এ কাজ করে এবং বার বার রোগটা ঘুরে আসে।

এই রোগ (লেগসিমোল বা মাইকো সাইক্লোফসফোসাইড বা মাইকো ফেললোলেট মফেটিন ঔষধও ব্যবহার হয় যখন স্টেরয়েড দেওয়া হয় না।

পেচ্ছাবের ঝামেলা, হাত পা ফোলা, এই রকমের রোগী এলেই ধরে নিতে হয় ওর (Kidney) তে কোন ঝামেলা রয়েছে। সমস্ত পরীক্ষা করে ঔষধ দিতে হয়। এই রোগী যখন আবার ফিরে আসে তখন সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। এদের চিকিৎসার ব্যাপারটাও জটিল। তবু এদের চিকিৎসা করে সুস্থ করতে হবে।

শ্রদ্ধা জানাতে ইরফানের নামে এক ডজন গ্রাম

বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা ইরফান খানের মৃত্যু হলো সপ্তাহ দুয়েক। তাঁর অকালপ্রয়াণে শুধু বিশ্ব চলচ্চিত্র দুনিয়ায় নয়, সালমা হায়েক, নাটালি পোর্টম্যান, টম হ্যাঙ্কস, ক্রিস প্যাটদের সঙ্গে ভারতের আটপৌরে এক ডজন গ্রামেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বায়োস্কোপের রঙিন দুনিয়ার ঝলকানি এই গ্রামে এখনো পৌঁছায়নি। তবে মহারাষ্ট্রের এই গ্রামগুলোর প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বেঁচে আছেন ইরফান খান।মহারাষ্ট্রের ইগতপুরীর কাছে এক ডজন গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলোর মানুষের কাছে ইরফান যেন সৃষ্টিকর্তার পাঠানো দেবদূত। তাই তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গ্রামবাসী ইরফানকে শ্রদ্ধা জানাতে ১২টি গ্রাম নিয়ে এলাকার নাম ‘হিরো-চি-ওয়াড়ি’ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার বাংলায় তরজমা করলে দাঁড়ায় হিরোর বাড়ি।

এই গ্রামগুলোর কোথাও কোনো সিনেমা হল নেই। গ্রামবাসীদের কাছে এই জগতের একটাই পরিচিত নাম ‘ইরফান’। তাই তাঁদের প্রিয় এই মানুষটির সিনেমা দেখতে ৩০ কিলোমিটার দূরে নাসিক শহরে হাজির হন গ্রামবাসী। ইরফানের কোনো ছবি মুক্তি পেলে তাঁদের দেখা চাই-ই চাই। আর ছোট পর্দায় ইরফান এলে সদলবলে সবাই বসে পড়েন টেলিভিশনের

সামনে।ইরফান মহারাষ্ট্রের এই হতদরিদ্র গ্রামবাসীর কাছে আসল হিরো। ইগতপুরীর এই পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোর উন্নয়নের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন ইরফান। এসব গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছেন বলিউডের এই প্রভাবশালী অভিনেতা। গ্রামগুলোর শিশুদের জন্য তিনি নির্মাণ করে দিয়েছেন বিদ্যালয়। অ্যাম্বুলেন্সেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এক দশক আগে ইরফান ইগতপুরীতে জায়গা কিনে ফার্ম হাউস বানিয়েছিলেন।

গত ২৮ এপ্রিল কোলনের সংক্রমণ নিয়ে কোকিলাবেন হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে এবং একসময় সব চিকিৎসার উর্ধে চলে যান তিনি। তাঁকে আর ফেরানো যায়নি। হাসপাতালে তাঁর পাশেই ছিলেন ইরফানের স্ত্রী সুতপা সিকদার এবং তাঁদের দুই ছেলে।

১৯৬৭ সালের ৭ জানুয়ারি রাজস্থানের জয়পুরে জন্ম ইরফানের। এমএ পড়ার সময়েই ১৯৮৪ সালে পেয়ে যান ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় পড়ার জন্য স্কলারশিপ। ১৯৮৭ তে পড়াশোনা শেষ করে ইরফান মুম্বাই পাড়ি দেন। এরপর থেকে মঞ্চ এবং রুপালি পর্দা হয়ে ওঠে জীবনের ধ্যানজ্ঞান। শুরুতে ‘চাণক্য’, ‘সারা জাহা হামারা’, ‘বনেগি আপনি বাত’ ও ‘চন্দ্রকান্তা’র মতো টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় করেন। ১৯৮৮ সালের আগে মূলত টেলিভিশন সিরিয়াল ও থিয়েটারেই অভিনয় করেছেন ইরফান। ১৯৮৮ সালে ‘সালাম বোম্বে’ সিনেমায় অতিথি শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয়ের প্রস্তাব তাঁকে দিয়েছিলেন মীরা নায়ার। ১৯৯০ তে ‘এক ডক্টর কি মৌত’ সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি। এরপর তাঁর অন্য কয়েকটি সিনেমায় সেভাবে নজর কাড়েনি। বেশ কিছু অসফল সিনেমার পর পটপরিবর্তন আসে লন্ডনের পরিচালক আসিফ কাপাডিয়ার হাত ধরে। কাপাডিয়া ইতিহাসভিত্তিক সিনেমা ‘দ্য ওয়ারিয়র’-এ তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দেন। ২০০১ সালে ‘দ্য ওয়ারিয়র’ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতবে প্রশংসিত হয়। আর এই সিনেমার হাত ধরে চলচ্চিত্র মহলে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন ইরফান।

২০০৩ সালে শেকসপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ অবলম্বনে ‘মকবুল’ সিনেমায় নামভূমিকায় অভিনয় করেন ইরফান।

২০০৫ সালে ‘রোগ’ সিনেমায় বলিউডে তাঁকে প্রথমবার মুখ্য চরিত্রে দেখা যায়। এরপর বলিউডের একের পর এক সিনেমায় হয় তাঁকে প্রধান বা পার্শ চরিত্র বা ভিলেনের ভূমিকায় দেখা গেছে। ২০০৭ সালে বক্স অফিসে হিট ‘মেট্রো’ সিনেমার জন্য ফিল্মফেয়ার সেরা পার্শ চরিত্রের পুরস্কার পেয়েছিলেন ইরফান। তাঁকে ‘আ মাইটি হার্ট’ ও ‘দ্য দার্জিলিং লিমিটেড’-এর মতো আন্তর্জাতিক সিনেমাতেও দেখা গেছে।

শুধু বলিউডই নয়, হলিউডেও নিজের প্রতিভা দেখিয়েছেন ইরফান। কাজ করেছেন একাধিক নামী পরিচালকের সঙ্গে। ‘স্লামডগ মিলেনিয়ার’, ‘লাইফ অব পাই’, ‘জুরাসিক ওয়ার্ল’, ‘দ্য আমেজিং স্পাইডারম্যান’---এর মতো হলিউড ছবিতে অভিনয় করেছেন ইরফান খান। অভিনয় করেছিলেন বাংলাদেশের পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘ডুব’ ছবিতে।

সব স্বর্ণমানবদের জন্য অপেক্ষা করছি

‘এই মুহূর্তে যাঁরা করোনা প্রতিরোধের জন্য ওষুধ তৈরি করছেন, সেই স্বর্ণমানবদের জন্য অপেক্ষা করছি। তাকিয়ে আছি, এসব বিশেষজ্ঞ মানুষ হয়তো অচিরেই একটি সুখের খবর দেবেন। ঘুম থেকে উঠে একদিন শুনব ভ্যাকসিন বা মেডিসিন আবিষ্কার হয়ে গেছে। সেই আশায় ঘুমাতে যাই, সেই আশায় দিন গুনছি’এ কথাগুলো বললেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী রোজী সিদ্দিকী।গত মার্চ মাসের ২১ তারিখে সর্বশেষ ‘মান অভিমান’ নামে একটি নাটকের শুটিং শেষ করেই হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন এ অভিনেত্রী। বাসায় মেয়েদের নিয়ে চিন্তায় বেশির ভাগ সময় কাটছে তাঁর। তিনি বলেন, ‘আমার মেয়েদের নিয়ে ভাবছি। বড় মেয়ে দেশে থাকে, তার সঙ্গেও কথা হচ্ছে কিন্তু দেখা হচ্ছে না। সে আবার ব্যাংকে চাকরি। তাকে একা একা অফিসে যেতে হয়। ব্যাংক থেকে কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করে নেই। আমার ছোট মেয়ে অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। সে সেখানে একা একা আছে। তাকে নিয়েও সব সময় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তার কাছে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল। করোনায় সব বন্ধ হয়ে গেছে। সব

মিলিয়ে খুবই আতঙ্কে দিন যাচ্ছে আমাদের।’

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি দুই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন। ছোট মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় একা থাকায় তাকেও মানসিকভাবে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করেন। মনোবল বাড়াতে শক্তি জোগানোর চেষ্টা করেন। কীভাবে মনোবল বাড়াচ্ছেন, জানতে চাইলে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘যত সময় ফোনে কথা বলি সারাক্ষণ হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করি। একটুও যেন ভেঙে না পড়ে। যেহেতু ও দেশের বাইরে একা আছে। ও যেন বোর না হয়, সে জন্য সেলিম (শহীদুজ্জামান সেলিম) ওকে হাসানোর চেষ্টা করে। গল্প করে, বই নিয়ে আলোচনা করে। সিনেমা নিয়ে বাপ—মেয়ের কথা হয়। ওর ছোটবেলা নিয়ে কথা বলি।’

করোনায় কীভাবে বাসায় সময় কাটছে, জানতে চাইলে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘সময়টা চলে যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও যেন স্বস্তির অভাবটা রয়ে গেছে। স্বাভাবিক জীবন যখন ছিল, তখন শুটিং করতাম, বাসায় থাকা হতো না। তখন বাসায় থাকা জন্য অস্থির লাগত। মনে হতো অবসর পেলেই বই পড়ব, সিনেমা দেখব, বাসায় অনেক কাজ জমে গেছে, সেগুলো করব। সেসব কাজই করছি কিন্তু শান্তির নিশ্বাসটা নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমাকে খাঁচার মধ্যে রেখে প্রচুর কাজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে বন্দী থেকে কাজগুলো করতে হবে।’

নিজেরা কতটা সচেতন, জানতে চাইলে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘ঘরের সবকিছু স্যানিটাইজ করছি। বাজার যাই আনা হোক না কেন, সেটাও সেনিটাইজ করছি, লবণপানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করছি। নির্ধারিত সময়ে খাবার খাওয়া এবং খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছি। যেটা না খেলেই নয়। কারণ, শারীরিক কোনো ব্যায়াম করছি না।’

করোনার এই সময়েও দেশের একশ্রেণির মানুষ সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে, তেমনি কিছু অসাধু মানুষ গরিবদের খাদ্যদ্রব্য চুরি করছে। এ বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত তিনি। এই অভিনেত্রী বলেন, ‘কিছু লোক অভাবে আছে, অনেকেই অতিরিক্ত খাদ্যাভাবে আছেন।

মুম্বাইয়ে শিমলার একাকী জীবন

বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ঝিনাইদহ থেকে পালিয়ে ঢাকায় আসা। পরিচিতজনের মাধ্যমে গুণী পরিচালক শহীদুল ইসলাম খোকনের সঙ্গে যোগাযোগ। এরপর তাঁরই পরিচালিত ”ম্যাডাম ফুলি” ছবিতে সুযোগ পেয়ে যান। ছবিটি মুক্তির পর শিমলা পরিচিত হয়ে ওঠেন ”ম্যাডাম ফুলি” হিসেবে। প্রথম ছবিতে অর্জন করেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। যেই নায়িকা প্রথম ছবিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন, তিনি এখন কোথায়?

শিমলা যে ফোনটি ব্যবহার করেন সেটি বন্ধ। পরিচিতজনদের কেউও তাঁর কোনো খবর দিতে পারছিলেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর ভারতীয় নম্বর পাওয়া গেল। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর ফোন ধরলেন। জানালেন, তিনি এখন মুম্বাইয়ে আছেন। লকডাউন শুরুর আগেই মুম্বাই গেছেন। এখন সেখানেই তাঁর একাকী দিনকাল কাটছে। একসময় শিমলা মগবাজার ডাক্তার গলিতে মাকে নিয়ে থাকতেন। সেই বাসা ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগে। মা চলে গেছেন ঝিনাইদহের শৈলকূপায় নিজেদের বাড়িতে।

কথা প্রসঙ্গে শিমলা জানালেন, দুই বছরের বেশি সময় ধরে মুম্বাইয়ের মীরা রোডের একটি বাড়িতে থাকছেন। বলিউডে কাজ করার স্বপ্ন নিয়েই শিমলা যান ভারতের মুম্বাইয়ে। এরই মধ্যে ”সফর” নামের একটি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। জানালেন, তাঁর সঙ্গে বলিউডের গোবিন্দর ভালো যোগাযোগ আছে। সংগীতশিল্পী বাপ্পী লাহিড়ীর মাধ্যমে তাঁর এই বলিউড যোগাযোগ তৈরি হয়। তবে ওখানে অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। তারপর যেসব সুযোগ পাচ্ছেন, কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। লকডাউন শুরুর আগে গোবিন্দর সঙ্গে একটি মিউজিক ভিডিওতে কাজ করার কথা ছিল। অনেক দিন ধরে নাচের মহড়াও করছিলেন।

মুম্বাইয়ে শুরুতে মাসহ থাকলেও এখন একা থাকছেন। বললেন, ”মুম্বাই বেশ ব্যয়বহুল শহর। আমি এখানে সাদামাটাভাবেই থাকছি। কষ্ট করছি। যদি সফলতা পাই, তখন ভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করব।” অভিনয়জীবনের শুরুতে শিমলা একসঙ্গে তিনটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হন। ”ম্যাডাম ফুলি” ছাড়া বাকি দুটো ছবি হচ্ছে ”পাগলা ঘণ্টা”, ”ভেজা বেড়াল”। কয়েক বছর ধরে ৩৫টির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে দেশের সিনেমায়ও অনিয়মিত। সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া সিনেমা ”নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ”। আর শুটিং করেছেন ”নাইওর” ছবির।

সমসাময়িক তারকাদের তুলনায় শিমলা অভিনীত ছবির সংখ্যা অনেক কম। বিষয়টিকে তিনি ভাগ্যের লিখন বলেই চালিয়ে দিলেন। বললেন, ”আমার সময় পরিচালকেরা অন্য ব্যস্ত শিল্পীদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা আমাকে নিয়ে ভাবার সময় হয়তো পাননি। তাই যত বেশি কাজ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি।” এসবে মোটেও বিচলিত নন। বললেন, শিমলার চেয়ে ”ম্যাডাম ফুলি” নামে মানুষ বেশি চেনে। একটি চরিত্র হয়ে দর্শকহৃদয়ে বেঁচে থাকতে পারাটা একজন শিল্পীর অনেক বড় পাওয়া। অনেক বছর ছবি নিয়ে খবরের পাতায় আলোচিত নন শিমলা।

হঠাৎ করে গেল বছরের ফেব্রুয়ারিতে শিমলা খবরের শিরোনাম হলেন। তখনো তিনি মুম্বাইয়ে। ছবির কোনো কারণে কারণে নয়, শিমলা আলোচিত হন বিমান ছিনতাইয়ের মতো একটি ঘটনাকে নিয়ে তাঁকে নিয়ে বেশ আলোচনা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিটি নিজেকে শিমলার স্বামী দাবি করেন। শিমলা অবশ্য সেই সময়টার কথা মনে করতে চান না। বললেন, ”ওটার আইনি সমাধান হয়েছে। এসব নিয়ে আমি আর ভাবতে চাই না।” শৈলকূপায় বাড়ির পাশে একটি সিনেমা হল ছিল। ছয় ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে শিমলা সবার ছোট। ভীষণ আদরের। ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে সেখানে শাবানা, কবরী ও ববিতাদের সিনেমা নিয়মিত দেখতেন। আর মৌসুমী ও সালমান শাহর ”কেয়ামত থেকে কেয়ামত” দেখার পর চলচ্চিত্রের নায়িকা হওয়ার ঝোঁক প্রবল হয়। বললেন, ”আয়নার সংলাপ নকল করতাম। মাকে বললাম, আমি নায়িকা হব। মা ভাবলেন, আমি পাগল-টাগল হয়ে গেলাম মনে হয়। পড়াশোনা গেল গোল্লায়। কোনোমতে এসএসসি পাস করে ইন্টারে ভর্তিও হই। সিনেমার নেশায় এরপর পড়াশোনা আর হয়নি।”

ধারাবাহিকে প্রসেনজিৎ

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কথা রাখলেন। চার মাস আগে ‘অলৌকিক না লৌকিক’ ধারাবাহিকের শুরুতে বোলপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির থেকে বলেছিলেন একটি গল্পে সময় পেলে অভিনয় করবেন। এই ধারাবাহিকের প্রযোজক ও তিনি। কিন্তু পনেরোটা গল্পের পর ‘অলৌকিক না লৌকিক’-এর শেষ গল্পে যে তাঁকে পাওয়া যাবে সেটা মনে হয় আগে থেকে কেউই অনুমান করতে পারেননি। বাস্তবের আধারে তৈরি যুক্তিবাদী এই ধারাবাহিকের শেষ গল্প ‘জ্যোতিষ’। আর সেখানেই একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন টলিউডের সুপারস্টার। ভবানীপুরের খরগোশ বাড়িতে চলছিল শ্যুটিং। বৃষ্টিভেজা বিকালে সেখানে পৌঁছে এক এক করে সব প্রশ্নের উত্তর মিলল।এর আগেও নির্মাতাদের অনুরোধে ছোটপর্দার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পীর ভূমিকায় প্রসেনজিৎকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেই তো এই ধারাবাহিকের প্রযোজক। তাহলে রাজি হওয়ার কারণ? ‘প্রথম থেকেই সকলেরই আব্দার ছিল। গল্পটাও আমার পছন্দ হয়েছিল। তাছাড়া এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের যুগে টিভি, সিনেমা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আবার এটাও সত্যি যে আগে দিনের পর দিন যে ধরনের ছবি করতাম, এখন সেটা না করায় আমার একটা বড় অংশের দর্শকদের আমি বঞ্চিত করছি। তাঁরা কিন্তু নিয়মিত টিভি দেখেন। তাঁদের জন্য এটা আমার উপহার।

আগামী ৩০ মে-র মধ্যে অসমের নদীবাঁধ নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

কাজিরঙা (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : রাজ্যের ভাঙা নদীবাঁধগুলি চলতি বছরের মে মাসের মধ্যে সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আচমকা করোনা ভাইরাস এবং তা মোকাবিলায় জারিকৃত লকডাউনের জেরে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে চলতি মে মাসের মধ্যে এই সংস্কারের কাজ যাতে সম্পূর্ণ করা হয়। বুধবার কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মরিহোলা থেকে অগরাতলি ফরেস্ট রেঞ্জ পর্যন্ত নির্মীয়মাণ বাঁধের খতিয়ান নিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের টাকায় ২৩.৩৮ দৈর্ঘ্য এবং ৭.৫ মিটত্রর প্রস্তের এই কাজ প্রায় শেষের দিকে। আগামী ৩০ মে-র মধ্যে এর কাজ সম্পূর্ণ করতে তিনি জলসম্পদ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাঁধটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা যাবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, প্রাণীসম্পদ ও কৃষি মন্ত্রী অতুল বরা, সাংসদ কামাখ্যাপ্রসাদ তাসা, দুই বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া ও বিমল বরা এবং গোলাঘাটের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বোকাথাতের মহকুমাশাসক সহ জলসম্পদ ও বন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকবর্গ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, রাজ্যের প্রতিটি বাঁধের সংস্কারকার্য ক্ষিপ্রগতিতে চলছে। প্রতি বছর বন্যা ও ভাঙনের কবলে পড়ে রাজ্যে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল। তাই আসন্ন বর্ষায় যাতে সম্ভাব্য বন্যা রাজ্যবাসীকে দুর্ভোগে না ফেলে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্মাণ কাজ চলছে।

এদিকে জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত জানান, রাজ্যের ১৮টি জেয়ত ৩৮টি বাঁধের নির্মাণকার্য চলছে। সবগুলোর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ না হলেও বিপজ্জনক স্থানগুলোর নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে বলে দাবি করেছেন মহন্ত।

পরিষেবা চালু করতে প্রস্তুত, জানিয়ে দিল দিল্লি মেট্রো

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি. স.) : মার্চের ২২ তারিখ থেকে দিল্লির লাইফলাইন অর্থাতমেট্রো পরিষেবা বন্ধ। কবে লকডাউন শিথিল হয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে তার কোনও নিশ্চিয়তা নেই। তবে এরমধ্যেও কিন্তু কর্মীদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ডিএমআরসি কর্তৃপক্ষ।কেন্দ্রের নির্দেশ পেলেই পরিষেবা চালু করতেও প্রস্তুত বলে জানিয়ে দিয়েছে দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

মেট্রো রেল পরিষেবা সচল হলে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মানতেই হবে জনসাধারণকে। আর সেই নিয়ম অনুযায়ী মেট্রো কর্মীদের কী কী কাজ করতে হবে এবং যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই কিছু পরিবর্তন করতে চলেছে দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এক শীর্ষকর্তার কথায়, আমরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। কারণ যদি চতুর্থ দফার লকডাউনে কোনওভাবে মেট্রো পরিষেবা সচল রাখতে নির্দেশ দেয়, তাহলে যাতে আমারা সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে পরিষেবা দিতে পারি, সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত। তবে শুধু দিল্লি নয়, একই পদক্ষেপ নিয়েছে আমাদের কলকাতা মেট্রোর। তারাও জনসাধারণকে পরিষেবা দিতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের প্রবেশ থেকে শুরু করে টোকেন দেওয়া সব কিছু নিয়েই নতুন করে পরিকল্পনা করতে হচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এমনকি স্টেশনগুলি পরিস্কার করতেও শুরু করে দিয়েছে মেট্রো কর্মীরা।

দিল্লি থেকে আট শতাধিক মানুষ নিয়ে অসমে আসছে প্রথম ট্রেন, আজ থেকে শুরু

করোনা-যুদ্ধের আসল চ্যালেঞ্জ : মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : নয়াদিল্লি থেকে অসমের ডিব্রুগড়গামী ০২৪২৪ নম্বরের রাজধানী এক্সপ্রেস (বিশেষ ট্রেন) ৮৮১ জন যাত্রী নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটি এসে পৌঁছবে। আগত যাত্রীদের নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগে রাজ্য সরকার। আজ থেকে রাজ্য সরকারের আসল চ্যালেঞ্জ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নবাগতদের করোনাজনিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বহু ঝুঁকি সামাল দিতে হবে সরকারকে, জানান মন্ত্রী।

ইতিমধ্যে কোকরাঝাড় রেলস্টেশন ছেড়ে দিয়েছে রাজধানী এক্সপ্রেস। কোকরাঝাড়ে নেমেছেন ৮ যাত্রী। বিপরীতে কোকরাঝাড় থেকে আরও পাঁচ যাত্রী ডিব্রুগড়গামী এই রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠেছেন। দিল্লি সহ অন্য রাজ্য থেকে আগত যাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁদের গৃহজেলার প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে।

কোকরাঝাড়ের নবনিযুক্ত জেলাশাসক ভাস্কর ফুকন জানান, যে আট যাত্রী কোকরাঝাড়ে নেমেছেন স্টেশনেই তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। এর পর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক নিভৃতবাসে। জানান, কোকরাঝাড়ে এখন পর্যন্ত ১,৮০০ জনের বেশি সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, আজ থেকে আমাদের কাছে আসল প্রত্যাহ্বান শুরু হবে। কেননা, নয়াদিল্লি থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত আজ (১৩ মে) বিশেষ ট্রেনটি আসার পরও এই সপ্তাহে একাধারে বহিঃরাজ্যে আটক অসমের বাসিন্দারা আসতে থাকবেন। সাত হাজারের বেশি মানুষকে এক সঙ্গে কোয়ারেন্টাইন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। হিমন্তবিশ্ব বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম কেবল একটি ট্রেনেই অসমে আসবেন যাত্রীরা। কিন্তু সোমবার রাতে রেলওয়ে বোর্ডের সঙ্গে কথা বলার পর জানলাম এক সপ্তাহ ট্রেন চলবে অসম ও ত্রিপুরা পর্যন্ত। এই সব ট্রেনে রাজ্যে মানুষের স্রোত বইবে।'

মন্ত্রীর উদ্বেগের কারণ, ট্রেনগুলি সরাসরি অসমে আসবে না। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যের করোনা আক্রান্ত এলাকা হয়ে যাত্রী নিয়ে অসমে আসতে থাকবে ট্রেনগুলি। তাই এই বিষয়কে যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম, দুটি ট্রেনের যাত্রার মধ্যে কয়েকদিনের ব্যবধান রাখা হোক। কিন্তু কেন্দ্র ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, যে সকল রাজ্যে বহিঃরাজ্যের মানুষ আটকে পড়েছেন তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলো। তাঁরা অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে অপারগতার কথা জানালে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

মন্ত্রী জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ট্রেন ছাড়াও দিল্লি থেকে দেশের ১৫টি বিশেষ শহরে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলিরই একটি আজ গুয়াহাটি হয়ে ডিব্রুগড়ে যাবে। আগামী এক সপ্তাহে মোট ৭০০০ জন এই সকল ট্রেনে অসমে আসবেন। আজকের রাজধানী এক্সপ্রেসে অসমের মোট ৮৮৯ জন যাত্রী দিল্লি থেকে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪২ জন নামবেন ডিব্রুগড়ে। এঁদের একাংশ যাবেন প্রতিবেশী অরুণাচল প্রদেশে।

আট জন কোকরাঝাড়ে এবং ৩৭ জন গুয়াহাটির যাত্রী। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা বলে অসমে আগত যাত্রীদের নিজের নিজের জেলায় কোয়ারেন্টাইন করারা ব্যবস্থা করেছে।

তবে কোয়ারেন্টাইন করার ক্ষেত্রেও ড় শর্মাই শুনিয়েছেন বিশেষ সতর্কতা। বলেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী কেবল লক্ষণ আছে এমন যাত্রীকে শনাক্ত করে করোনা ভাইরাসের টেস্ট করা হবে। বাকিদের পাঠানো হবে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে। ওই সব কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুল, কলেজ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। ওই সব কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে খুব বেশি সুবিধা দেওয়া যাবে সে আশা না করার আহ্বানও জানিয়ে রেখেছেন মন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে বলেন, শৌচাগার থেকে শয্যা, খাওয়া দাওয়া খুব একটি ভালো না-ও হতে পারে বলে আগাম জানিয়ে রেখেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বুধবার নয়াদিল্লিতে ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। ছবি- পিআইবি।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন না সজ্জন কুমার, জুলাই মাসে জামিন-আর্জি নিয়ে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): আপাতত স্বস্তি পেলেন না ১৯৮৪ শিখ-বিরোধী দাঙ্গা মামলার অভিযুক্ত প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমার। সজ্জন কুমারের অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনা করবে আগামী জুলাই মাসে, জুলাই মাসে জামিন-আর্জি নিয়ে শুনানি হবে। তাই বুধবারও স্বস্তি পেলেন না যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমার।

শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন সজ্জন কুমার। কিন্তু, বুধবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে এইমস-এর মেডিক্যাল রিপোর্টের ভিত্তিতে জানান, সজ্জন কুমারকে হাসপাতালে ভর্তি করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই প্রাক্তন এই কংগ্রেস নেতাকে অন্তর্বর্তী জামিন প্রদান করেনি শীর্ষ আদালত। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, সজ্জনের জামিন-আর্জি নিয়ে শুনানি হবে জুলাই মাসে।

রায়গঞ্জে করোনা আক্রান্ত আরও এক

রায়গঞ্জ, ১৩ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে আরও একজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (ভিআরডিএল)-তে মঙ্গলবার আরও ৩২৯ জনের লালার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। রাতে তার রিপোর্ট আসে। মালদা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, একজনের লালার নমুনার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইতিমধ্যেই ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের রায়গঞ্জ থেকে কিছুটা দূরে একটি করোনা হাসপাতালে রাখা হয়েছে। ফের জেলায় আরেক জন করোনা আক্রান্তের হদিস মিলল। উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, আক্রান্ত ওই ব্যক্তি রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। তিনি ভিন রাজ্য শ্রমিকের কাজ করতেন। কিছু দিন আগে তিনি ফিরে এসেছিলেন। এদিকে করোনা আক্রান্তের হদিশ মেলায় বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের বাড়িতেই রয়েছেন। এই খবর লেখা পর্যন্ত ওই এলাকায় জেলা বা ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের কোনো প্রতিনিধি পৌঁছননি।

বারুইপুর সংশোধনাগারে বন্দীদের মধ্যে ঝামেলা, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো

বারুইপুর, ১৩ মে (হি.স.): বারুইপুর সংশোধনাগারে দুই দল বন্দীদের মধ্যে সংঘর্ষ গুরুতর জখম হয়েছেন একজন। তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। ঝামেলার পরেই সংশোধনাগারের বাইরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বুধবার সকালে সংশোধনাগার পরিদর্শনে আসেন বারইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু।

সংশোধনাগার সূত্রে খবর, গত ২ মার্চ বারুইপুর সংশোধনাগারে যে ঝামেলা, অশান্তি হয়েছিল সেই ঘটনায় মূল চক্রী ছিল পোড়া খোকন। মাস দু"য়েক চুপচাপ থাকার পর জেলের ভেতরে নিজের ক্ষমতা কায়েম করতে মঙ্গলবার বিকেলে নতুন করে অশান্তি শুরু করে পোড়া খোকন। জেলের অপর গোষ্ঠী গণেশ মল্লিক ও

ছয়ের পাতায়

১০১ বেড়ে জার্মানিতে করোনায় মৃত্যু ৭,৬৩৪ জনের, সংক্রমিত ১৭১,৩০৬

বার্লিন, ১৩ মে (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (১২ মে সারাদিনে) জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১০১ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭৯৮ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৭১,৩০৬ জন এবং মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৭,৬৩৪ জনের।

বুধবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৭৯৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৭,৬৩৪ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭১,৩০৬ জন।

বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঐতিহাসিক, ভারতকে শক্তিশালী করে তুলবে : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): করোনা-সঙ্কটের গ্রাস থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র।মোদী। "আত্মনির্ভর ভারত অভিযান"-এর অধীনে এই আর্থিক প্যাকেজকে "ঐতিহাসিক" আর্থিক প্যাকেজ আখ্যা দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বুধবার ভিডিও বার্তায় জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, "আত্মনির্ভর ভারত অভিযান"-এর অধীনে ঐতিহাসিক আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এই আর্থিক প্যাকেজ শুধুমাত্র কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতেই সাহায্য করবে না, ভারতকে শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে।

মঙ্গলবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ও বিভিন্ন বর্গের মানুষের সুরাহার জন্য এই আর্থিক প্যাকেজ। এ প্রসঙ্গে বুধবার জে পি নাড্ডা আরও জানিয়েছেন, "এই প্যাকেজে দেশের দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষ, এছাড়াও মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এই প্যাকেজ ঐতিহাসিক এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে কোয়ান্টাম জাম্প দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।"

অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৪৮ জন, মৃত্যু বেড়ে ৪৭

অমরাবতী, ১৩ মে (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪৮ জন। নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। ৪৮ বেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২১৩৭, তাঁদের মধ্যে সক্রিয় রোগী ৯৪৮ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১১৪২ জন। অন্ধ্রে মৃতের সংখ্যা ৪৭।

বুধবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নতুন করে ৪৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১৪২ জন। নতুন করে আক্রান্ত ৪৮ জনের মধ্যে অনন্তপুরে ৩ জন, চিত্তোরে ১১ জন, পূর্ব গোদাবরীতে ৪ জন, গুন্টুরে ১২ জন, কৃষ্ণা জেলায় ৩ জন এবং কুরনুলে ৭ জন।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার পরেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বাই, ১৩ মে (হি. স.) : বুধবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে দেখা গেল শেয়ার সূচক। মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় জাতির উদ্দেশে ভাষণে ২০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার প্রভাব পড়েছে দেশীয় শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স সূচকটি ১,৪৭০.৭৫ পয়েন্ট বা ৪.৬৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩২,৮৪১.৮৭ পয়েন্টে। ওদিকে নিফটি আগের দিনের থেকে ৩৮৭.৬৫ পয়েন্ট (৪.২২ শতাংশ) বেড়ে পৌঁছয় ৯,৫৮৪.২০ পয়েন্টে। আইটি সেক্টর বাদ দিয়ে মোটামুটি সব জায়গাতেই দেখা গেছে শেয়ার সূচক ঊর্ধগামী। বেড়েছে অটোমোবাইল সেক্টরের শেয়ার সূচকও।

এদিন বুধবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ার বাজারে কিছুটা হলেও গতি আসে। বাজারগুলি অবশ্য ব্যবসায়ের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে এই প্রথম অর্ধেক লাভের অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছে। সকাল ৯ টা ২৭ মিনিটে দেখা যায়, সেনসেক্স ৭৭৭.৬৮ পয়েন্ট বা ২.৪৮ শতাংশ বেড়ে ৩২,১৮৮.৮০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। এদিকে নিফটি মঙ্গলবার বাজার বন্ধের তুলনায় ২২২.৫৫ পয়েন্ট (২.৪২ শতাংশ) বেড়ে ৯,৪১৯.১০ পয়েন্টে পৌঁছয়।

হরিয়ানার মানেসর কারখানায় গাড়ি তৈরির কাজ শুরু করল মারুতি, স্বস্তিতে শ্রমিকরা

চণ্ডিগড়, ১৩ মে (হি. স.) : একটানা ৪০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কাজকর্ম বন্ধ রাখার পর হরিয়ানার মানেসর কারখানায় গাড়ি তৈরির কাজ শুরু করল মারুতি। লকডাউনের জেরে সাময়িকভাবে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বহু মানুষ। বিশেষ করে অস্থায়ী শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মানেসরে মারুতির কারখানায় গাড়ি তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন অনেকেই।

কাজ শুরু হলেও, এখনই ১০০ শতাংশ কর্মীকে নিয়ে কাজ করা যাচ্ছে না। বরং ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কর্মীকে নিয়ে একটি মাত্র শিফটে কাজ চালাতে হচ্ছে। মারুতি কারখানার চেয়ারম্যান আরসি ভার্গব বলেন, "মানেসরের কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ শুরু এখনই হচ্ছে না।" তিনি আরও জানিয়েছেন, সংস্থার গুরগ্রামের কারখানায় কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে সেখানে কাজ শুরু করা হবে না।

ছয়ের পাতায়

গিলগিট-বাল্টিকস্তান টুইটার একাউন্টের সঙ্গে যোগ নেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, দাবি প্রশাসনের

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি. স.): টুইটারে গিলগিট-বাল্টিকস্তান নামে যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কোন সম্পর্ক নেই বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে গিলগিট-বাল্টিকস্তান টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দাবি করা হয়েছিল যে কেন্দ্রশাসিত লাদাখের এটি অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল।যদিও প্রশাসনের তরফ থেকেই দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি মাসে গিলগিট-বাল্টিকস্তান টুইটার হ্যান্ডেল থেকে দাবি করা হয়েছিল যে এটিই হচ্ছে লাদাখ প্রশাসনের অফিশিয়াল টুইটার একাউন্ট। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে এই দিন সেই দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে এই ভুয়া অ্যাকাউন্টকে ফলো করতে লেগে পড়ে। অবশেষে এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও এই টুইটার হ্যান্ডেলের লোকেশন লাদাখ দেখাচ্ছে।

১৪ মে থেকে ব্যবসায়িক কাজ শুরু করার নির্দেশ দিল গুজরাত সরকার

আমেদাবাদ, ১৩ মে (হি. স.) : আগামী ১৪ মে থেকে ব্যবসায়িক কাজ শুরু হতে চলছে গুজরাতে। লকডাউনের মধ্যেই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল গুজরাত সরকার।

জানা যাচ্ছে, রাজকোট শহরের মধ্যে যতগুলি ফ্যাক্টরি, অফিস আছে, সবই খোলার নির্দেশ দিল গুজরাত সরকার। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন। আসলে রাজকোট এই মুহূর্তে অরেঞ্জ জোনের মধ্যে পড়ছে। সংক্রমণের হার কিছুটা হলেও কমেছে। আর সেই জন্য এমন পদক্ষেপ নিল রাজস্থান সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খোলা হবে রাজকোটের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি। সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৪ মে-র আগে রাজকোট এলাকার সমস্ত ফ্যাক্টরি, অফিসগুলি স্যানিটাইজ করা হবে। কাজের সময় কর্মীদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখারও নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

লকডাউন : নৈশ কার্ফিউর মধ্যে নগাঁওয়ের ব্যাংকে সাফাই অভিযান নিশিকুটুম্বের

নগাঁও (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : দিবাভাগে লকডাউন, রাতে সান্ধ্যআইন বা নাইট কার্ফিউ। এমাবস্থায় নগাঁওয়ের একটি ব্যাংকে সাফাই অভিযান চালিয়েছে নিশিকুটুম্বের দল। এ ঘটনায় জেলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই দুষ্কার্য সংগঠিত হয়েছে নগাঁওয়ের পুরনিগুদাম এলাকার চলচলিতে। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের চলচলি শাখায় এই দুঃসাহসিক চুরিকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। জানালা ভেঙে ব্যাংকের শাখায় ঢুকেছিল চোরের দল। এরা ব্যাংকের কয়েকটি কম্পিউটারের সিপিইউ, ইউপিএস ইত্যাদি নিয়ে গেছে। তবে অনেক চেষ্টা করে লকার ভাঙতে সক্ষম হয়নি।

আজ সকালে ঘটনাটি প্রথম চোখে পড়ে ব্যাংকের জনৈক চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর। তিনি জানান ম্যানেজার সহ অন্য কর্মচারীদের। খবর পেয়ে তাঁরা ছুটে এসে হতবাক। ম্যানেজার ফোন করেন পুরনিগুদাম থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও চোরদের শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তদন্ত চলছে।

পৌরসভাগুলোর সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে দিল্লি সরকার, দাবি বুদ্ধিজীবীদের

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): দিল্লির রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে উপরাজ্যপালের দ্বারস্থ হলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীরা। তাদের অভিযোগ পৌরসভায় কর্মরত ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়রদের মাইনে আটকে রেখে তাদের উত্যক্ত করছে দিল্লি সরকার। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছেন ছিলেন ড় আই এম কাপাহি (প্রাক্তন ইউজিসি সদস্য), ড় এন কে কক্কর, ড় এন কে ভাগী, ড় বি এস নেগী, নরেশ বানিওয়াল।উপরাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে দাবি করা হয়েছে যে দিল্লি সরকার অন্যায় ভাবে দিল্লির তিনটি পৌরসভার অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। করোনা বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া দিল্লি নগর নিগমগুলির হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মাইনে এখনো দেয়নি। অথচ গোটা দিল্লি করোনায় ছেয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দিল্লি সরকার থেকে এমন আচরণ কোনও ভাবেই কাম্য নয়।

বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করবে ২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজ : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): করোনা-সঙ্কটের গ্রাস থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করতে ও 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তুলতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার 'আর্থিক প্যাকেজ' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যা দেশের জিডিপি-র ১০ শতাংশের সমান। বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের ভূয়সী প্রশংসা করে উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, যে কোনও বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করবে ২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজ।

উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু টুইটারে লিখেছেন, অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে...প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা ঘোষিত এই আর্থিক প্যাকেজ ভবিষ্যতে ভারতকে যে কোনও ধরনের বিপর্যয়ের ফলে উৎপন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সক্ষম করে তুলবে।

অস্ত্র ছেড়ে মূল স্রোতে, ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ মহিলা-সহ ৪ জন মাওবাদীর

রায়পুর, ১৩ মে (হি.স.): অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এলেন মহিলা-সহ ৪ জন মাওবাদী। বুধবার ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় এসএসপি সিদ্ধার্থ তিওয়ারি, এসপি সলভ সিনহা এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর আধিকারিকদের উপস্থিতি আত্মসমর্পণ করে ৪ জন মাওবাদী।

পুলিশ সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণ করা ওই ৪ জন মাওবাদীর মধ্যে ৩ জনের মাথার দাম ৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার জন্য আবেদন জানিয়েছিল এই ৪ জন মাওবাদী, গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পর বুধবার একজন মহিলা ও ৩ জন পুরুষ মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে।

চিকিৎসকদের হাতে পিপিই তুলে দিল কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটি

বাসন্তী, ১৩ মে (হি. স.) : করোনা সংক্রমণের ফলে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আর এই করোনাকে মোকাবিলা করার জন্য একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছেন চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীরা। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এই স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক, গ্লাভস, পিপিই সরবরাহ করা হয়নি বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় এনিয়ে অল্পবিস্তর বিক্ষোভ ও দেখিয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে তাদের পাশে দাঁড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীর কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটি। বুধবার বিকেলে দ্বিতীয় দফায় বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই তুলে দিলেন এই সংস্থার কর্ণধার লোকমান মোল্লা।

লকডাউনের শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে এলাকার মানুষ, পুলিশ প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটি। লকডাউনের শুরুতেই প্রথম দফায় ক্যানিং মহকুমার প্রতিটি থানায় গিয়ে পুলিশকর্মীদের জন্য মাস্ক, স্যানিটাইজার দিয়েছিল এই সংস্থা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল, বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের হাতে মাস্ক, পিপিই, স্যানিটাইজার সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছিল সংস্থার পক্ষ থেকে। এছাড়াও একাধিকবার এলাকার দুঃস্থ মানুষকে চাল, ডাল, সয়াবিন, তেল সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এক হাজারের বেশি মানুষের পাশে ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়েছে এই সংস্থা। এছাড়াও সংখ্যালঘু পরিবারগুলির কথা মাথায় রেখে আগামীদিনে ঈদ পালনের জন্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দুঃস্থ পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন লোকমান মোল্লা। তিনি বলেন, " দেশের এই জরুরি অবস্থায় যারা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে মনে করেছি। আর সেই কারণেই তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ মানুষজন কেউ যাতে অনাহারে না থাকেন সেই কারণে তাদের হাতে ও কিছু সাহায্য তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি"।

ক্যানিংয়ে রিক্সা, ভ্যান চালক ও দিনমজুর পরিবারগুলির হাতে ত্রাণ তুলে দিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা

ক্যানিং, ১৩ মে (হি. স.) : লকডাউনের জেরে বন্ধ রোজগার। ফলে বিপাকে পড়েছেন রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, দিন মজুর পরিবারগুলি। কারও কারও ঘরে চরম অভাব দেখা দিয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত দরিদ্র পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালেন ক্যানিং ১ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। বুধবার যুব তৃণমূল কর্মীদের তরফ থেকে ক্যানিংয়ের প্রায় তিনশো পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

প্রায় দেড় মাস ধরে চলছে এই লকডাউন। ফলে বন্ধ রোজগার। দিন আনা দিন খাওয়া এই পরিবারগুলি রয়েছেন সব থেকে বেশি সমস্যায়। কেউ কেউ সরকারি তরফ থেকে কিছু চাল, আটা, গম পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষজন কোন সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য পান নি বলেই অভিযোগ। কিভাবে আগামী দিনগুলি কাটবে তা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় দক্ষিন ২৪ পরগণার ক্যানিং ১ ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পরেশরাম দাসের নেতৃত্বে যুব তৃণমূল কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুঃস্থ মানুষদের তালিকা তৈরি করেন। সেই সমস্ত দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে এদিন প্রথম দফায় ৩০০ টি পরিবারের হাতে ১০ কেজি করে চাল, পাঁচ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, সর্ষের তেল, আনাজ, ডিম সহ আরও বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেন। যুব তৃণমূল কর্মীদের এই উদ্যোগে খুশি এই সমস্ত দুঃস্থ মানুষজন। আগামীদিনে আরও বেশকিছু দুঃস্থ মানুষদেরকে ক্যানিং ১ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সাহায্য করা হবে বলে জানিয়েছেন পরেশ। পাশাপাশি সকলকে লকডাউন মেনে বাড়িতেই থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিযায়ী শ্রমিক ও বাসভাড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এসইউসিআই (সি)-এর

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতভাবে এই অভিযোগ করল এসইউসিআই (সি)। এই সঙ্গে ছ'দফা দাবিও পেশ করেছে তারা।

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রমিকদের জন্য অপ্রতুল ব্যবস্থার অভিযোগ করে লিখেছেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন, এরাজ্যের অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু 'পরিযায়ী শ্রমিক' রুজি-রোজগারের জন্য নানা রাজ্যে আছেন যাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা এখনও হয়নি। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও প্রতিবাদযোগ্য। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এঁরাই উপার্জনকারী সদস্য। লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে তাঁরা প্রায় তিনমাস বেতন পাননি। পরিবারগুলিতে যে টাকা তাঁদের পাঠানোর কথা, না পাঠাতে পারার ফলে পরিবারগুলো অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

অন্যদিকে তাঁরা যে রাজ্যগুলিতে আছেন, সেই সরকারগুলির নানা প্রতিশ্রুতি সত্তেও, তাঁদের খাদ্য বা বাসস্থানের ভীষণ অব্যবস্থা। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। উপরন্ত ফেরানোর ট্রেনগুলিতে টিকিটের দাম ধার্য করায় তিন মাস বেতনহীন এই শ্রমিকদের পক্ষে তা দেওয়া অসম্ভব। একথা কাউকে বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা অনেকেই পায়ে হেঁটে ফিরছেন। ফিরতে গিয়ে মহারাষ্ট্র-ছত্তিশগড়ের শ্রমিকদের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটনা সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছে। এখনও প্রতিদিন হয় দুর্ঘটনা, অথবা অনাহারে ক্লান্তিতে মৃত্যুর খবর আসছে। তা সত্বেও সরকার যথাযথ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ এখনও নেননি।

প্রসঙ্গত লকডাউনের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বাস চলাচলের কথা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, তাতে বাস ভাড়া নির্ণয়ের দায়িত্ব বাস মালিকের হাতেই ছাড়া হচ্ছে। এর ফলে বাস ভাড়া যে কতগুণ বাড়বে, তার ইয়ত্তা নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি ১) বিভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা রাজ্যের সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক, ছাত্র, চিকিৎসার প্রয়োজনে যাওয়া ব্যক্তি ও অন্যান্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি খরচে যথেষ্ট সংখ্যক ট্রেন ও বাসের ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে। ২) লকডাউন চলার সময়ে এবং ওঠার পরে অন্ততপক্ষে তিনমাস পরিযায়ী শ্রমিকদের মাথাপিছু মাসিক তিনহাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। ৩। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি অবলুপ্ত করা চলবে না। ৪) ঘরে ফেরা প্রতিটি শ্রমিকের করোনার প্রোটোকল মেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ৫। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত সাহায্য করতে হবে। ৬। বাসের ভাড়া যাতে না বাড়ে, সেই দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

২০ লক্ষ কোটি নয় আসলে ৪.২ লক্ষ কোটির প্যাকেজ : দাবি অমিত মিত্রর

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : করোনার জেরে মঙ্গলবার থমকে থাকা অর্থনীতি সচল করতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।আর বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের বিষয় আলোচনা করেন।এরপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে আর্থিক প্যাকেজে নিয়ে সরব রাজ্য অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। "কুড়ি লক্ষ কোটি নয় আসলে ৪.২ লক্ষ কোটির প্যাকেজ" মন্তব্য অমিত মিত্রর।

এই প্রসঙ্গে অমিত মিত্র আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন ১০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ দিতে। এখন দেখা আছে সেই নাম্বারে এসে পৌঁছেছে। তবে, এটা ২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজ নয়। আসলে ৪.২ লক্ষ-কোটির প্যাকেজ। জিডিপির ১০ পার্সেন্ট নয় জিডিপির বরাদ্দ ২ পার্সেন্ট"।

শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি এসএফআই সহ চার বাম ছাত্র সংগঠনের

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : শিক্ষাক্ষেত্রের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি দিল এসএফআই সহ চার বাম ছাত্র সংগঠন।

সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য-সহ নেতৃবৃন্দ চিঠিতে লিখেছেন, "লকডাউন ওঠার একমাসের মধ্যে সেমিস্টার নেওয়ার ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সকলের সাথে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়গতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। উপর থেকে চাপিয়ে দিলে ছাত্রদের সর্বনাশ হবে। লেখাপড়া কীভাবে হবে তা নিয়ে বিকল্প প্রস্তাব আছে। লকডাউনে তো বটেই, পরবর্তীতেও অনলাইন শিক্ষা, পরীক্ষা বা মূল্যায়নকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না, করলে দরিদ্র ছাত্রদের ব্যাপক অসুবিধা হবে।

অন্য দাবিগুলোর মধ্যে আছে লকডাউনে আর্থিক সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে সেমিস্টার ফি মকুব করা দরকার। স্কুল-কলেজ দু"ক্ষেত্রেই ফি কম নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। স্কলারশিপ-ফেলোশিপ নিয়মিত প্রদান করা দরকার। এ ছাড়া, ভিনরাজ্যে আটকে থাকা এরাজ্যের ছাত্রদের ফেরানো জরুরি। একইসাথে, এরাজ্যে আটকে থাকা অন্য রাজ্যের ছাত্রদেরও নিজগৃহে ফেরানো জরুরি। হেল্পলাইন নম্বর চালু হোক। এসএফআইয়ের তরফে বলা হয়েছে, ছাত্র সংগঠনগুলির মতামত সরকার ও কর্তৃপক্ষকে শুনতে হবে, একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না।

স্বস্তিতে শ্রমিকরা

পাচের পাতার পর

এখনই দেশে স্বাভাবিকভাবে গাড়ি বিক্রি করার মতো পরিবেশ তৈরি হয়নি। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, মানেসর এবং গুরুগ্রাম, মারুতির এই দুই কারখানায় বছরে সাড়ে ১৫ লক্ষ গাড়ি তৈরি ক্ষমতা রয়েছে। গত ২২ মার্চ জনতা কার্ফুর দিন থেকে কাজ বন্ধ ছিল সেখানে।

নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো

পাচের পাতার পর

মমতাজ শেখের দলবলের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে পোড়া খোকনের দলবল। দু"পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারামারি হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনার জেরে কার্যত সংশোধনাগারের ভিতরে থমথমে পরিস্থিতি।

পুতিনের মুখপাত্র

তিনের পাতার পর

ভরতি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই পুতিন ঘোষণা করেছিলেন রাশিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। আশ্চর্যজনকভাবে তারপরের দিনই আক্রান্ত হলেন তাঁর মুখপাত্র।

করোনার জেরে ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের কাজে যোগদানের দিন পিছিয়ে দিয়েছে কগনিজেন্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি. স.) : করোনার অতি মহামারীর কারণে টেক জায়ান্ট কগনিজেন্ট ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের যোগদানের দিন পিছিয়ে হয়েছে ২০২০ সালের দ্বিতীয় অর্ধে। তবে ওই সংস্থাটি আগে দেওয়া সমস্ত নিয়োগের অফার সময়মতো করে দেবে বলে জানিয়েছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এমনটাই খবর।

কগনিজেন্টের সিইও ব্রায়ান হ্যান্ড ফ্রিজ ওই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তারা এখনও দায়বদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ২০,০০০ নিয়োগ অফারে। ভারতে তাদের এইসব ট্রেনিদের জন্য সময় শুরু হবে বছরের তৃতীয় কোয়ার্টারের (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর)। এটা নির্ভর করছে কতদিন লকডাউন চলবে এবং ভারতে স্কুলগুলির সিডিউলের উপর। এই সংস্থাটি পরিকল্পনা করেছে আপাতত সব রকম নিয়োগ বন্ধ রাখার শুধুমাত্র বিপণন বিভাগ ছাড়া।

থমথমে তেলেনিপাড়া, ডি এমের সাথে দেখা করতে চেয়ে রাস্তায় বসে পরলেনন লকেট চট্টোপাধ্যায় ও অর্জুন সিং

হুগলি, ১৩ মে (হি. স.) : গত দুই দিন তান্ডব চলার পর বুধবারের সকালের চিত্রটা অন্য রকম, বুধবার নতুন করে গণ্ডগোলের খবর না মিললেও এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। হুগলির তেলিনিপাড়ার বিভিন্ন অংশে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।এলাকায় চলছে পুলিশের রুট মার্চ।

তবে বুধবার সকালে এই এলাকে ছেড়ে বেশ কিছু বাসিন্দাদের পরিবার সমেত এলাকা ছেড়ে যেতে দেখা গেছে। এদিকে এলাকায় কিছু বহিরাগতরা এলে এলাকার বাসিন্দারা রুখে দাঁড়ায়। পুলিশের বাঁধায় তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে গোটা ঘটনার জন্য হুগলি জেলা শাসককে সাথে দেখা করতে যান হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং।কিন্তু জেলাশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলেন না বিজেপির দুই সাংসদ।

প্রসঙ্গত দিনকয়েক ধরে গোষ্ঠীসংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়া এলাকা। সেবিষয়েই বুধবার হুগলীর সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী ও ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং-এর হুগলীর জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের সাথে দেখা করার কথা ছিলো। কথামত সকাল ১১টা নাগাদ চুঁচুড়ায় জেলাশাসক দপ্তরের সামনে উপস্থিত হন সাংসদ অর্জুন সিং। সেখানে এসে তিনি জানতে পারেন ডিএম নয় এ ডিএমের সাথে তিনি দেখা করতে পারেন। এরপরই বেঁকে বসেন সাংসদ। তিনি সটান ডিএম অফিসের সামনেই ফুটপাথে বসে পরেন। তাঁর পাশে বসেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দীপাঞ্জন গুহ, দলের হুগলী সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জী সহ দলীয় নেতা কর্মীরা। তখন গোটা ডিএম চত্বরে টানটান উত্তেজনা। মাঝেমাঝেই গেটে থাকা পুলিশ কর্মীদের কাছে ডিএমের সাথে একবার দেখা করার আবেদন এলেও কোন সাড়া মেলেনি। অর্জুন সিং এখান থেকেই জেলাশাসককে চ্যালেঞ্জ করে বলেন আজ উনি কেনো দেখা করলেন না সে বিষয়ে ওনাকে সংসদের বিশেষ কমিটির কাছে জবাব দিতে হবে।

গোটা ঘটনায় হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এদিন স্পষ্ট বলেন, "গত বৃহস্পতিবার থেকে উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল এক শ্রেণির মানুষ। প্রশাসন তখন যদি ব্যবস্থা নিত তাহলে আজকে ইন্টারনেট বন্ধ করতে হত না, এত মানুষকে বিপাকেও পড়তে হত না। পাশাপাশি এদিন থেকে চন্দননগর ও শ্রীরামপুর মহকুমা এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা নিয়েও রাজ্য সরকারকে একহাত নেন অর্জুন বাবু। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ হুগলীর সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী সেখানে এসে অর্জুন সিং-এর পাশে বসে পরেন। বেশ কিছুক্ষন বসে থাকার পর গেটের পুলিশ কর্মীদের সাথে কথা বলে দুই সাংসদ ঢুকে পরেন ডিএম অফিসে। কিন্তু সেখানেও প্রথমে একতলা এবং পরে দোতলায় চলে একপ্রস্থ নাটক। সবশেষে ডিএমের সাথে দেখা না হওয়ায় তাঁরা তেলিনিপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু পথে মানকুন্ডু জ্যোতির মোড়ে তাঁদের পথ আটকায় পুলিশ বিশাল পুলিশ বাহিনি। উপস্থিত ছিলেন এসিপি হেডকোয়ার্টার গোলাম সারওয়ার। সেখানে পুলিশের সাথে বেশকিছুক্ষন বচসা চলার পর অবশেষে দুই সাংসদ ফিরে যেতে বাধ্য হন।

এদিন লকেট চ্যাটার্জী ডিএম ও সিপির বদলির দাবী করেন। অন্যদিকে লকেট চ্যাটার্জীকে নিখোঁজ চ্যাটার্জী বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি অর্জুন সিংকে গুন্ডা বলে দাবী করেন তৃণমূলের হুগলি জেলা সভাপতি দিলীপ যাদব। তিনি বলেন উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য এই দুজনকেই অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত। পাশাপাশি দিলীপ যাদবের বক্তব্য লকেট, অর্জুন, দিলীপ' মুকুল এদের কাজ শুধু রাজ্যপাল পর্যন্ত যাওয়া এবং সকাল থেকে রাজ্যপালের সাথে ট্যুইট করা।

করোনা আতঙ্কে সিল একবালপুরের বেসরকারী হাসপাতাল

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই আতঙ্কের মাঝে একবালপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের এক রোগী করোনা আক্রান্ত।সেই খবর পেতেই সিল করা হল ওই বেসরকারি হাসপাতাল।

বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর,ওই করোনা আক্রান্ত মহিলা পায়ে অস্ত্রপচার করার জন্য একবালপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।কিন্তু ওই রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে, মহিলার কোনও করোনা উপসর্গ ছিল না বলেই খবর বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে। ওই করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলতেই সিল করে দেওয়া হয় একবালপুরের ওই নার্সিংহোম।জীবাণুমুক্ত করার পরই ফের খোলা হবে ওই বেসরকারী হাসপাতাল। পাশাপাশি ওই মহিলার সংস্পর্শে আসা নার্সিংহোমের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টিনে।

পজেটিভ

● **প্রথম পাতার পর**

পজেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে দুজন রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। এছাড়া ১৬জন সুস্থ হয়েছেন।

ছুটি

● **প্রথম পাতার পর**

মহিলা ও শিশু রয়েছে। আজ ১৪ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, বাকিদেরও পর্যায়ক্রমে ছুটি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। কারণ, তারা সকলেই সুস্থ এবং করোনা লক্ষণহীন।

পাঁচজন

● **প্রথম পাতার পর**

যাবৎ গকুল নগর রাস্তার মাথায় ট্রাফিক পরিষেবা ছিল কিন্তু বছর খানেক আগে রাস্তার মাতা চৌমুনী থেকে ট্রাফিক পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়। যার ফলে নিত্যদিনই ছোট বড় যান দুর্ঘটনা ঘটে চলছে!

এদিকে, ফের যান দুর্ঘটনা ঘটলো রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টায় গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্পের সামনে। জানা যায় একটি টিআর০৭ এ ০৩৬৯ নম্বরের মারুতি গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা রাস্তার পাশে বিদ্যুৎ খুঁটির সাথে সংঘর্ষ হয়।আহত হয় গাড়িতে থাকা যাত্রি সুশীল নমঃ(৩৪)। বাড়ি মধুপুর থানাধীন কুনাবন এলাকায়। তারপর আহত ব্যাক্তিকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।গাড়িতে থাকা অন্য একজন যাত্রী সহ গাড়ির চালক গাঁ ঢাকা দেয় বলে জানা গেছে।বর্তমানে আহত ব্যাক্তির চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে।

টাকার ঋণ

● **প্রথম পাতার পর**

করার সময় আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও আবেদন ছাড়াই প্রকল্পের মেয়াদ ছ'মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, করোনা সঙ্কটকালে দেশকে আত্মনির্ভর হওয়ার বার্তা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। এই বিষয়ে সরব বিরোধীরা। বুধবার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী যে আত্মনির্ভরতার কথা বলেছেন, তা বহু দশক আগে বলে গিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও জহরলাল নেহেরু।তারও আগে আত্মনির্ভরতার কথা বলে গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারই ফলস্বরূপ প্ল্যানিং কমিশন গড়ে উঠেছিল আজ সাত বছর পর প্রধানমন্ত্রীর মনে হয়েছে দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলা প্রয়োজন। লোকাল থেকে গ্লোবালের যে কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তার সাফল্য নিয়ে সন্দিহান প্রদিপবাবু। পাশাপশি আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কোয়ান্টাম জাম্প সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন তিনি।

এসইউসিআই নেতা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, হাতে মাইক নিয়ে বাণী বিতরণ করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষণে যা বলেছেন তা শুনতে খুব ভাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা মুখ থুবরে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

দেশবাসীকে বিশ্ব ভাবনার যে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী করেছেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমিতাভ বাবু বলেন দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না। পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা দুর্বিষহ। এই দৃশ্য দেখে নিজেকে ঠিক রাখা যায় না। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ আরো সদর্থক হওয়া উচিত ছিল।

বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থাগুলির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে রাত আটটার সময় প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর বলছেন। আদতে তিনি রিলায়েন্স এবং নিজের দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আত্মনির্ভরতার ধারণা যে নেহেরুর থেকে নেওয়া তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান এই বাম নেতা।

দুজন

● **প্রথম পাতার পর**

গা ঢাকা দেয়। তবে পুলিশ দুই শিক্ষককে আটক করতে সক্ষম হয়। সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অনির্বাণ দাস জানান সন্দেহ জনক ভাবে ঘোরা ফেরা করার জন্য দুই শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মা

● **প্রথম পাতার পর**

প্রানজিৎ এর স্ত্রী জানান, বুধবার সকালে তিনি রান্না ঘরে রান্না করতে গিয়েছিলেন। স্বামী তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন শাশুড়ি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দা এর আঘাত গলায় না লেগে অন্য জায়গায় লাগে। তাতে রক্তাক্ত হয় ঘুমন্ত পুত্র প্রানজিত ভৌমিক।

চিৎকারে রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন স্ত্রী। শাশুড়ির হাত থেকে ধারালো অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে স্বামীকে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচান। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আহতকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সিপাহী জলা জেলার জেলা পুলিশ সুপার এবং এসডিপিও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অভিযুক্ত মা মমতা ভৌমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত পাষাণী মায়ের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ।

আগরতলায়

● **প্রথম পাতার পর**

মেনেই কর্ণাটক ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের ট্রেন থেকে একান্তবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন, যাত্রা শুরু হওয়ার আগেও তাঁদের স্ক্রিনিং হয়েছে। কিন্তু আগরতলায় আবারও তাঁদের স্ক্রিনিং হয়েছে। কারণ, কোনও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। স্টেশনে স্বাস্থ্য দফতরের প্রয়োজনীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সাথে পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মীও মোতায়েন করা হয়েছে।

স্টেশনে অপেক্ষারত জনৈক যাত্রীর পরিবারের সদস্য বলেন, কর্ণাটকে দীর্ঘ দিন আটকে থাকার পর ছেলের আজ বাড়ি ফেরা সম্ভব হয়েছে। তার জন্য তিনি ত্রিপুরা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, কর্ণাটক থেকে রাজ্যে ফিরে আসা ট্রেনযাত্রীদের জন্য দশটি টিম স্টেশনে উপস্থিত ছিল। নমুনা সংগ্রহের ১২টি কেন্দ্র বসানো হয়েছিল। এছাড়া তিনজন স্বাস্থ্য আধিকারীক উপস্থিত ছিলেন। স্টেশনেই দুইটি এম্বুলেন্স দাঁড় করে রাখা হয়েছিল। তিনি জানান, ওই ট্রেনে ২২টি বগিতে যাত্রীরা এসেছেন। প্রত্যেক বগিতে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ ৫৪জন যাত্রীকে বসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, রাজধানীর উত্তর জয়নগর এলাকায় নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলো এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম আশিস চৌধুরী। উত্তর জয়নগর এলাকায় এক আবাসনে ভাড়া থাকতেন আশিস চৌধুরী। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজন এই আবাসনে থাকতেন। বুধবার আশিস চৌধুরীর স্ত্রী অন্যত্র এক অনুষ্ঠানে যায়। পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী আশিস চৌধুরী ঘরে একাই ছিলেন। এই সুযোগে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে আশিস চৌধুরী। বিকালে আশিস চৌধুরীর স্ত্রী আবাসনে এসে নিজের ঘরের দরজা খুলতেই দেখতে পান স্বামী ফাঁসিতে ঝুলছে। সাথে সাথে তিনি আবাসনের অন্যান্য লোকদের ডাকেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। তবে আশিস চৌধুরী কেন আত্মহত্যা করেছে তা নিয়ে সকলে ধোঁয়াশায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

নেশা কারবারীদের সেই প্রয়াস পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বক্সনগর থানার ওসি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হলেও নেশা করিয়া তাদের নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। বক্সনগর এর মানিক্য নগর বাজার থেকে মজুদ ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে চলেছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার জন্য সীমান্ত এলাকার জনগণ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সীমান্ত সিল করে দেওয়া হলেও কিভাবে এ ধরনের পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে নিয়ে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ প্রশ্ন তুলেছেন।

গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**

আগরতলা থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার জানান দুই ছিনতাইকারীর কাছ থেকে নগদ ২৭ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজধানীর শান্তিপাড়া থেকে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকেও আটক করা হয়েছে। কারন সেই স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিনাই হওয়া চেইনটি ক্রয় করেছিল।

৪,২১৩

আটের পাতার পর

ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৪৫৫ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৬৪১ এবং মৃত্যু হয়েছে ১১৭ জনের।

রোনালদোদের মাঠে ফেরার দিন ঠিক করল ক্লাবগুলো

ধীরে ধীরে বুঝি পরিষ্কার হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের ভাগ্য। জার্মানিতে বুন্দেসলিগা মাঠে ফিরছে আর দুই দিন পর। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ১২ জুন ফেরার পরিকল্পনা আঁটছে। ফরাসি লিগের তো শেষই টেনে দেওয়া হয়েছে। স্প্যানিশ লিগও ১২ জুন ফিরতে পারে বলে দুই দিন আগে জানিয়েছেন লিগ কমিটির সভাপতি হাভিয়ের তেবাস।

ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগের মধ্যে বাকি থাকে শুধু ইতালিয়ান লিগ। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ইব্রাহিমোভিচ, পাওলো দিবালাদের সেই লিগ কবে ফিরবে? আজ ক্লাবগুলোর সভায় ঠিক হয়েছে সে তারিখ, ১৩ জুন!

এখনো অবশ্য সবকিছু চূড়ান্ত হয়নি। সরকার অনুমোদন করলে তবেই ১৩ জুন ইতালিয়ান লিগ ফেরার ঘোষণা আসবে। তবে আজ ক্লাবগুলোর সভায় দুটি তারিখ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ১৩ জুন না

২০ জুন, সেই ভোটে বেশির ভাগ ক্লাবই ১৩ জুনকেই বেছে নিয়েছে। দলগুলো এরই মধ্যে ধাপে ধাপে অনুশীলনে ফিরতে শুরু করেছে। আগামী সপ্তাহ থেকে পুরোদমে অনুশীলন শুরু হবে।

'খেলা আবার মাঠে ফেরানোর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়নশিপ (সিরি আ) ফেরানোর জন্য ১৩ জুনের কথা বলা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত ও চিকিৎসাবিষয়ক প্রটোকল মেনে খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে'আজ বিবৃতিতে জানিয়েছে সিরি আ কর্তৃপক্ষ।করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি ইতালিতে গত মার্চ থেকেই লিগ স্থগিত আছে। গত কিছুদিনে ক্লাবগুলো খেলোয়াড়দের আলাদাভাবে অনুশীলন করিয়েছে। আজ ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রী ভিনসেঞ্জো স্পাদাফোরা জানিয়েছেন, সোমবার থেকে ক্লাবগুলো খেলোয়াড়দের 'গ্রুপ অনুশীলন' শুরু করতে পারবে।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীও চান, শিরোপা উঠুক লিভারপুলের হাতে

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক মানা হয় তাঁকে। সেই এডউইন ফন ডার সারের মনে হচ্ছে, করোনাভাইরাসের কারণে লিভারপুল প্রিমিয়ার লিগ-শিরোপা বঞ্চিত হলে তাঁর খারাপই লাগবেগত ত্রিশ বছরে লিগ শিরোপা জেতার এত কাছাকাছি কখনোই আসেনি লিভারপুল। তিন দশক ধরে শিরোপাহীন থাকা দলটা পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে পঁচিশ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল। আর মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই গাণিতিকভাবে শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের। কিন্তু বাধ সাধল করোনাভাইরাস।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তোপে এখন লিগ শেষ করাই দায়। লিভারপুল শিরোপা জেতার সুযোগ পাবে কি না, সেটাও অনিশ্চিত। শুধু লিভারপুলই নয়, বিশ্বের প্রত্যেকটা লিগেরই একই দশা। জটিলতা কাটাতে কেউ কেউ লিগ বাতিলই করে দিয়েছে (ডাচ লিগ), কেউ কেউ লিগের সমাপ্তি ঘোষণা করে শীর্ষে থাকা দলকে শিরোপা দিয়ে দিয়েছে (বেলজিয়ান লিগ ও ফরাসি লিগ ওয়ান)। ইতালিয়ান লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও স্প্যানিশ লিগ কর্তৃপক্ষ অবশ্য লিগ শুরু করার চেষ্টা করছে। তবু যদি শেষমেশ লিগ আর মাঠে ফেরানো না-ই যায়, সে ক্ষেত্রে বহু ব্যবধানে এগিয়ে থাকা লিভারপুলের হাতেই শিরোপা দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছেন সাবেক ডাচ গোলরক্ষক এডউইন ফন ডার সার।

ফন ডার সারের কথাটা আরও গুরুত্ব পাচ্ছে তাঁর সঙ্গে লিভারপুলের ইতিহাসের কারণে। ফন ডার সার যে লিভারপুলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক! যে ''শত্রু'' উল্টো চাইবেন লিভারপুলের হাতে যেন শিরোপা না ওঠে, তিনিই আজ শত্রুতা ভুলে লিভারপুলের হাতে শিরোপা দেখতে চেয়েছেন, ''আমার মনে হয় লিগ যদি আয়োজন করা আর না যায়, লিভারপুলকে শিরোপা না দেওয়াটা বাড়াবাড়ি রকমের কঠোর সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ওরা যেমন ফুটবল খেলেছে, যত পয়েন্টে এগিয়ে আছে, সব দিক বিবেচনা করে ওদের হাতেই শিরোপাটা দেওয়া উচিৎ। লিগ যদি আর মাঠে ফেরানো না যায়, তাহলে আমার মনে হয় লিভারপুলকে শিরোপা দিয়ে দিলে কারও আপত্তি থাকবে না।''ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে চারবার লিগ ও একবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা এই গোলরক্ষক বর্তমানে ডাচ ক্লাব আয়াক্সের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে আছেন।

আইপিএলে বিদেশি ছাড়া খেলবে না চেন্নাই

আইপিএল এ বছর কবে অনুষ্ঠিত হবে তা কেউ জানে না। কিন্তু আলোচনা চলছে।টুর্নামেন্ট বাতিল করা হলে চার হাজার কোটি টাকা লোকসান গুনবে বিসিসিআই। শোনা যাচ্ছে, আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আইপিএল আয়োজনের জোর চেষ্টা চালানো হবে।

সে সময় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বকাপের ভবিষ্যতও শঙ্কার মুখে। শেষমেশ বিশ্বকাপ না হলে সুযোগটা নিতে চাচ্ছে বিসিসিআই। তখন আইপিএল আয়োজন করা হতে পারে, শোনা যাচ্ছে।

তবে সে সময় আইপিএলে বিদেশি ক্রিকেটার কয়জন আসবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে কে-ই বা আসবেন আইপিএল খেলতে? এমনও হতে পারে, বিদেশি ছাড়াই আয়োজন করা হবে আইপিএল। আর যদি সেটাই হয়, তাহলে বিদেশিহীন আইপিএল খেলার একদমই ইচ্ছে নেই টুর্নামেন্টের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসের।

বিদেশি ছাড়া আইপিএল আর সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফি খেলার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখছে না ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। প্রসঙ্গত, সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফি হলো ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট, যেখানে শুধু ভারতীয়রাই অংশ নিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে চেন্নাইয়ের একজন মুখপাত্র ''নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস''কে জানিয়েছেন, ''শুধু ভারতীয় খেলোয়াড় নিয়ে আইপিএল খেলতে আগ্রহী নয় চেন্নাই। তাহলে আইপিএল খেলার সঙ্গে সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফি খেলার কোনো পার্থক্য থাকবে না। আরেকবার একই টুর্নামেন্ট খেলার কোনোই মানে হয় না। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির বর্তমানে যোগাযোগ নেই, কেননা পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে (করোনাভাইরাসের কারণে)। আশা করি বছরের শেষ দিকে আমরা ভালোভাবেই আইপিএল আয়োজন করতে পারব।''

এবারের আইপিএলের শুরু হওয়ার কথা ছিল মার্চ মাসের ২৯ তারিখে। করোনাভাইরাসের কারণে পিছিয়ে এপ্রিলের ১৫ তারিখ শুরুর দিন ধার্য করা হয়। করোনার প্রকোপ তখনও না কমায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয় এবারের সংস্করণ।

আইপিএলের ইতিহাসের অন্যতম সফল দল এই চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিং ধোনির যোগ্য নেতৃত্বে এর মধ্যেই তিনবার (২০১০, ২০১১, ২০১৮) শিরোপা ঘরে তুলেছে তাঁরা। আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশিবার ফাইনালে ওঠার কৃতিত্বও তাদের।

সন্ধান চাই

Ref. G.B. Top G.D. Entry No. 16 Dated 08/05/2020

পাশের ছবিটি একজন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয় আনুমানিক ৩৫ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। গায়ের রং - শ্যামলার, মুখমন্ডল - গোলাকার, চুল - কালো, গত ০৮/০৫/২০২০ ইংরেজী তারিখ আগরতলা কুঞ্জবন অগ্নিনির্বাপক কর্মীগণ মৃত অবস্থায় আগরতলা জিবিপি হালপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে মৃতদেহ আগতরলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে মৃতদেহ সনাক্তকরণ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবি করেন নাই।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে ব্য আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

ICA/D-86/2020-21

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) শ্রীনগর থানা - ০৩৮১ ২৮৬ ১৩২২

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE/MNP/PWD(R&6)/2020-21
Dated 06/05/2020

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PAO/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 25/05/2020 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No:13/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21	Rs. 5,74,732/-	Rs. 5,747/-	06(Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 25/05/2020	At 11.00 Hrs on 26/05/2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No:14/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21	Rs. 4,87,629/-	Rs. 4,876/-					
3	DNIeT No:15/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21	Rs. 8,70,777/-	Rs. 8,708/-					
4	DNIeT No:16/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21	Rs. 9,99,049/-	Rs. 9,990/-					
5	DNIeT No:17/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21	Rs. 12,34,238/-	Rs. 12,342/-					

For any enquiry, please contact by e-mail to mohanpL rpwdrandbdivision•dmail.c

ICA/C-220/2020-21

Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura

No. F.6(1)-Agri./EE/W/2018-19 / P/V/)Dated, Agartala, the 11`11 May,2020.
TINGPRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 02/AGRI/EE(WEST)/2020-21

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura ,Agartala , West Tripura invites separate Rate for auction/Tender from the eligible bidders upto 3.00PM on 12/06/2020 for the following work.

Sl. No.	Name of Works	Reserve Value
1	2	3
1.	CONSTRUCTION OF 200 MT CAPACITY TRANSIT GO-DOWN IN WEST TRIPURA / S.H:- DEMOLISHING, DISPOSAL AND CLEARING OF SITE OF EXISTING OLD SEMI PERMANENT STRUCTURE IN THE PREMISES OF AD NAGAR STORE COMPLEX , AGARTALA. (Plinth area = 96.00 sqm.)	Rs. 42,208.00 (Rupees Forty two thousand two hundred eight) only.

1. Last date of receipt of application for : - 08/06/2020 , Upto 4.00PM
2. Issuing of tender form : 10/06/2020 , Upto 4.00PM.
3. Date of dropping of Tender form : - 12/06/2020 Upto 3.00PM
4. Date of opening of Tender : - 15/06/2020 at 15.30 hrs (If possible)

Place of sale of Tender : - 0/0 the Executive Engineer (west) Department of Agriculture & F.W .Agartala, Tripura. For details , please contact with Office of the undersigned.

ICA/C-215/2020-21

(Er. S. K. Malakar)
Executive Engineer (West)
Department of Agricultue & F.W
Agartala, Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বুধবার আগরতলায় এসে গেলো রসালো ফল লিচি। ছবি- নিজস্ব।

বিলোনিয়া ও ধর্মনগর মহকুমায় প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় সুবিধাভোগীরা খুশি

বিলোনিয়া ও ধর্মনগর, ১৩মে, ২০২০।। বর্তমান সময়ে আমাদের রাজ্যে করোনা ভাইরাস এর জন্য তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন চলছে।করোনা ভাইরাস সারাবিশ্বে মহামারীর রূপ নিয়েছে।সেই মহামারীর প্রতিরোধে ভারত সরকার গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেন।লকডাউনের ফলে শ্রমজীবি মানুষের কাজ কর্মে বাধা পড়ে যার।এই কর্মহীন অবস্থায় তাদের খাদ্যের অভাব যাতে না হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা প্রকল্পের ঘোষণা করেন। এই যোজনার আওতাধীন বহু মানুষ সুবিধা পেয়েছেন। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহাকুমার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের মাইছড়া গ্রামের সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ লালমোহন দাস, ঘাঁটি পাড়ার গৃহবধূ দিপালী সরকার, ঝর্ণা দাস, ঝুমা সরকার, এবং টাউন ক্যাম্প পাড়ার গৃহিণী পিংকি দেবদাস রা জানিয়েছেন তারা এই লকডাউনের মধ্যে বিনামূল্যে রেশন থেকে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল সংগ্রহ করেছেন। এই চাল পেয়ে খুবই খুশি।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার চোরাইবাড়ীর বাসিন্দা দীপ্তি দাস জানান, "এই লকডাউনে উজ্জ্বলা যোজনায় তিনটা সিলিন্ডার পেয়ে সংসারে খুবই উপকৃত হয়েছে।একই এলাকার তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপ্তি দাস জানান, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা থেকে এই লকডাউনের সময় বিনামূল্যে তিনটি গ্যাস পেয়েছে। এছাড়াও চোরাইবাড়ী এলাকার রুকিয়া বেগম, অনামিকা কানু এবং মায়া রানী দাসরা সবাই উজ্জ্বলা যোজনা থেকে বিনামূল্যে গ্যাস পেয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তারমধ্যে অনামিকা কানু রাষ্ট্র ভাষায় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় ১৩৫টি স্কুলে বৃত্তিমূলক কোর্স চালুর জন্য কেন্দ্রের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ত্রিপুরায় আরও ৫৫টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। শীঘ্রই ওই স্কুলগুলিতে বৃত্তিমূলক কোর্সে পড়াশুনা শুরু করা হবে। ইতিপূর্বে দুই দফায় ২৪টি ও ৫৬টি স্কুল-এ বৃত্তিমূলক কোর্সের অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তার মধ্যে ২৪টি স্কুল-এ কোর্স শুরু হয়ে গেছে। বাকি ৫৬টি স্কুল-এ শীঘ্রই কোর্স শুরু হবে। বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা। তাঁর কথায়, ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৫০টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তখন ২৪টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই রাজ্যের ২৪টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে আরও ৮০টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে ত্রিপুরা সরকার অনুরোধ জানিয়েছিল। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক রাজ্যের ৫৬টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে, যা এ বছর থেকে শুরু হবে। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আরও ১০১টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সম্প্রতি ৫৫টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে, বলেন তিনি। তিনি আরও জানান, নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিতে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের এই বৃত্তিমূলক কোর্সে শিক্ষা প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক কোর্সে প্রধানত ৪টি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হলো আইটি অ্যান্ড আইটি'স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড হার্ডওয়ার, এগ্রিকালচার এবং রিটেইলস। শিক্ষামন্ত্রী জানান, সিভিন গ্রুপ নামের এক সংস্থা রাজ্যের ২৪টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করছে। এ বছর আরও ৫৬টি বিদ্যালয়ে এই সংস্থাটি বৃত্তিমূলক কোর্সে শিক্ষা প্রদান করবে। সংস্থাটি রাজ্যের শিক্ষকদের মধ্য থেকে ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোভাইডার নির্বাচন করে তাঁদের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করবে। দুই বছরের এই বৃত্তিমূলক কোর্স সম্পন্ন করার পর সিভিন গ্রুপ সংস্থার উদ্যোগেই রাজ্যে জব ফেয়ারের ব্যবস্থা করা হবে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৮টি, ঊনকোটি জেলায় ৭টি, ধলাই জেলায় ১০টি, খোয়াই জেলায় ১০টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৩টি, সিপাহিজলা জেলায় ১২টি, গোমতি জেলায় ১২টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৮টি স্কুলে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, ৯০:১০ অনুপাতে ওই কোর্সের খরচ বহন করা হবে।

আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৮২,২৪৬

ওয়াশিংটন, ১৩ মে (হি.স.): কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে! কিন্তু, আমেরিকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-মিছিল থামছেই না। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,৮৯৪ জন। নতুন করে ১,৮৯৪ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৮২,২৪৬-তে পৌঁছেছে। বুধবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় (স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত) আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,৮৯৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২,২৪৬। গত মার্চ মাসের পর রবিবার ও সোমবার, পরপর দু"দিন ১,০০০-এর নিচে নেমে গিয়েছিল আমেরিকায় দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। কিন্তু, মঙ্গলবার এক ধাক্কায় ১,৮৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে মার্কিন মুলুকে।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, ৮৭ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ৪,২১৩

জয়পুর, ১৩ মে (হি.স.): কমছে না বরং প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে! রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৮৭ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৮৭ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২১৩। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বুধবার রাজস্থানে নতুন করে ৮৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।আক্রান্ত ৮৭ জনের মধ্যে জয়পুরে ৩২ জন, উদয়পুরে ১২ জন, পালিতে ২৪ জন, সওয়াই মাধোপুরে ৫ জন, কোটায় ৩ জন এবং বন্সওয়ারা, ভরতপুর, নাগাউর ও টোঙ্ক জেলায় একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪,২১৩-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে অগ্নিকান্ডে তিনটি দোকান ভষ্মিভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে তিনটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। জানা যায় লক ডাউন এর কারণে দীর্ঘদিন ধরে ওই সব দোকান বন্ধ ছিল। ওইসব দোকানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের কোনো সম্ভাবনাও নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই দোকান গুলির সামনে একটি লরি দাঁড়িয়ে ছিল। দোকানগুলিতে যখন অগ্নিকাণ্ড ঘটে তখন হঠাৎ লরিটি শেখান থেকে চলে যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে আসলেও দোকান গুলিকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করা যায়নি। পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিদের আপদকালীন সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে আরও ১৫ জন কোভিড-১৯ পজিটিভের তথ্য অসমে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭৯

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : বুধবার কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি) জেলায় নতুন করে আরও ১৫ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। আজ রাত ৭.১০ মিনিটে টুইট করে এই খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই খবরে ভীত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে টুইট হ্যান্ডলে তিনি লিখিছেন, অতি সম্প্রতি গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজারে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন নতুন আক্রান্তরা।

নতুন পনেরোনকে নিয়ে অসমে করোনা আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৯-এ। তবে তাঁদের মধ্যে এক কিশোরী সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৯ জন। বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্ত ৩৭ জনের চিকিৎসা চলছে। আজ যাঁদের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে তাঁদের গুয়াহাটির মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাঁরা অন্যত্র কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন।টুইটের পর মন্ত্রী ড় শর্মা সাংবাদিকদের জানান, গত সোমবার (১১ মে) ফ্যান্সিবাজারের ব্যবসায়ী জনৈক মুংরু সাহানির শরীরে কোভিড-১৯-এর উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। আজ যাদের শরীরে পজিটিভ রিজাল্ট হয়েছে তারা সকলেই মুংরুর সংস্পর্শে এছিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁদের নামও জানান। তাঁরা যথাক্রমে সুবোধ কুমার, সুনীল রায়, মুকেশ সিং, গণি কোয়াট, বিশ্বনাথ সাহা, বিদ্বেশ্বরী ঠাকুর, প্রবীণ কুমার রাও, লাখরো নিশাব, শংকর সাহা, কৃষ্ণকুমার গুপ্তা, সিপূজন নিশাব, অজয় কুমার, সঞ্জিত কুমার এবং প্রভাত কুমার। এঁদের সকলেই কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তবে এ জন্য রাজ্যবাসীকে আতঙ্কিত হতে বারণ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২৪১৫ জন আক্রান্ত ৭৪ হাজারেরও বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): ভারতে দ্রুত হারে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভারতে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৪১৫ এবং সংক্রমিত ৭৪,২৮১ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২৪,৩৮৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৫২৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১২২ জনের। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪,২৮১ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৪৭,৪৮০)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪১৫। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৪,৩৮৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২৪১৫ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে দু"জনের, বিহারে ৬ জনের, চন্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ৮৬ জনের, গুজরাটে ৫৩৭ জনের, হরিয়ানায় ১১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১০ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২২৫ জন, মহারাষ্ট্রে ৯২১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৩ জনের, পঞ্জাবে ৩২ জন, রাজস্থানে ১১৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ৬১ জন, তেলেঙ্গানায় ৩২ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ৮২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি এখন সবচেয়ে খারাপ। মহারাষ্ট্রে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৪,৪২৭, দিল্লিতে ৭৬৩৯, তামিলনাড়ুতে ৮৭১৮, অন্ধ্রপ্রদেশে ২০৯০ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৬৫ জন, বিহারে ৮৩১ জন, চন্ডীগড়ে ১৮৭ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৯ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৮৯০৩ জন, হরিয়ানায় ৭৮০ জন, হিমাচল প্রদেশে ৫৯ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৯৩৪ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৭২ জন, কেরলে ৫২৪, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৯২৫ জন, লাদাখে ৪২ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৯৮৬ জন, মণিপুরে দু"জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৪৩৭ জন, পুদুচেরিতে ১৩ জন, পঞ্জাবে ১৯১৪ জন, রাজস্থানে ৪১২৬ জন, তেলেঙ্গানায় ১৩২৬ জন, ত্রিপুরায় ১৫৪ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৬৬৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২১৭৩ জন।

২০ বেড়ে দিল্লিতে করোনায় মৃত্যু ১০৬ জনের সংক্রমিত ৭ ,৯৯৮

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৩৬৯ জন। ফলে দিল্লিতে সংক্রমিত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ৭৯৯৮ এবং ১০৬।

দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। স্বস্তির বিষয় হল, দিল্লিতে ইতিমধ্যেই ২৮৫৮ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের মধ্যে ৩৪৬ জন বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গভীর রাতে তীব্র ভূকম্পন নেপালে কম্পাঙ্ক ৫.৩

কাঠমাণ্ডু, ১৩ মে (হি.স.): গভীর রাতে তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাত ১১.৫৩ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয় নেপালের দোলাখা জেলার জুগুতে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৩। গভীর রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানী কাঠমাণ্ডু-সহ নেপালের বিভিন্ন প্রান্ত।

নেপালের ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১১.৫৩ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয় নেপালের দোলাখা জেলার জুগুতে। মধ্যরাতের কয়েক মিনিট আগের ভূকম্পন টের পেয়েছেন কাঠমাণ্ডু, কাসকি, পারসা, সিন্ধুপালচক প্রভৃতি অঞ্চলের বাসিন্দারা।

বিশ্বে করোনা-আক্রান্ত ৪.২ মিলিয়নের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ২,৯১,৩৬৬

ওয়াশিংটন, ১৩ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে প্রাণহানি অব্যাহত। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বুধবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৬৬-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত হয়েছেন ৪.২ মিলিয়নের বেশি মানুষ। ১৩ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪.২ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২,৯১,৩৬৬। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩৬৯,৩১৪, রাশিয়ায় সংক্রমিত ২৩২,২৪৩, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৮,০৩০, ইতালিতে সংক্রমিত ২২১,২১৬ এবং ব্রিটেনে আক্রান্ত ২২৭,৭৪১।

ব্রাজিলে বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৮১ জনের

ব্রাসিলিয়া, ১৩ মে (হি.স.): বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস। করোনার গ্রাসে এবার ব্রাজিল। ব্রাজিলে প্রতিদিনই যেভাবে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা, ফেল উদ্বেগ বাড়ছে। মঙ্গলবার সারা দিনে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে ৮৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে ব্রাজিলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১২,৪০০।

মৃত্যুর পাশাপাশি দ্রুত হারে বাড়ছে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। ব্রাজিলে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬০২-তে গিয়ে ঠেকেছে।

বটতলায় সন্দেহভাজন বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। বটতলা ব্রিজের উপর এক বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় মঙ্গলবার রাতে। এদিন সন্ধ্যা রাত থেকেই ব্রিজের উপর এক সবজি ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাকে বসে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষজন। ভিন রাজ্যের বাসিন্দা একজনকে সন্ধ্যার পর ব্রিজের উপর দেখে স্থানীয়রা জিজ্ঞাসাবাদ করতে এগিয়ে আসে। তিনি জানান তার নাম এ ভাস্কর। বিএফ এফ ৯০ নাম্বার ব্যাটেলিয়ানে তিনি কর্মরত। তার বাড়ি তেলেঙ্গানার মারামারি।

বর্তমানে মিজোরামে পোস্টিং তার। বিমানযোগে রাজ্যে আসেন এই ব্যক্তি। কিন্তু লকডাউন এর কারনে আটকে পড়েন ত্রিপুরায়। রেলপথে আগরতলা থেকে শিলচর যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। সেখান থেকে মিজোরাম যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লকডাউন সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তার দাবি বিগত পাঁচ দিন যাবত বটতলা সেতুর পাশে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন। পকেটের টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় এই অবস্থা তার। কেউ খাবার দিলে সে খাবার খেয়ে চলতে হচ্ছে। স্থানীয়রা সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের খবর দেয়। ছুটি আসে পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় তারা। তার পকেট থেকে আইডি কার্ড উদ্ধার হয়। পরের স্বাস্থ্যকর্মীরা তাকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে যায়। প্রশ্ন উঠেছে বিএসএফ এ কর্মরত এই জওয়ান কেন এতদিন আরক্ষা কর্মী ও রাজ্যে অবস্থিত বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

সুন্দরটিলা আউট পোস্টে অভিযোগ জানাতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। সিধাই থানা এলাকার সুন্দর টিলা পুলিশ আউটপোস্ট অভিযোগ জানাতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় প্রীতম উরাং নামে এক ব্যক্তি সুন্দর টিলা পুলিশ আউট পোস্ট অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার গ্রহণ করে। কেন তাঁর অভিযোগ পুলিশ গ্রহণ করবে না তা জানতে চাইলে অভিযোগকারীকে মারধর করে পুলিশ। জানা যায় জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন প্রীতম। সিধাই থানা এলাকার সুন্দর টিলা পুলিশ আউটপোস্ট এ কর্তব্যরত পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রীতম ওরাং।

কল্যাণপুরে লিচু পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। বুধবার সাত সকালে লিচু গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত ১২ বছরের এক শিশু। আহত শিশুর নাম দীপঙ্কর সরকার। ঘটনা কল্যাণপুর থানা অন্তর্গত তোতা বাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আহত শিশুর বাবা প্রতিদিনের ন্যায় এইদিনও সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তখন দীপঙ্কর বাড়ির অদূরে একটি লিচু গাছে লিচু সংগ্রহ করার জন্য উঠে। অসাবধানতা বসত দীপঙ্কর গাছের ডাল ভেঙ্গে গাছ থেকে পরে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আহত দীপঙ্কর সরকারকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। এইদিকে আহত শিশুর বাবাও ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে। কল্যাণপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত শিশুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। ঘটনার কথা জানান আহত শিশুর বাবা।

করোনা টেস্টিং নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি. স.) : করোনা রোধে টেস্টিং ছাড়া আর অন্য কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। কিন্তু আসল পরিসংখ্যান লুকোনোর জন্য সরকার টেস্টিং করানো থেকে পালাচ্ছে বলে কংগ্রেসের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে। "ডিসচার্জিং উইদাউট টেস্টিং" নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে চলেছে কেন্দ্র। ফলে আগামীদিনে ভুগতে হবে দেশের সাধারণ মানুষদের বলে কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে।

কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল পরিমাণে টেস্টিং করছে না। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া লোকেদের শুধুমাত্র কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে। লক্ষণ না থাকায় তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে না। এই ভাবে চলতে থাকলে কোনও ভাবেই করোনাকে রোধ করা যাবে না। ফলে মারণ এই রোগ নির্মূল করতে কেন্দ্রের লক্ষ্য কি তা স্পষ্ট করতে হবে। আই সি এম আরের এলিসা কিট নিয়েও সরব হয়েছেন সুস্মিতা। তার মতে এই কিট নির্মাণ করতে কেন একটি মাত্র কোম্পানিকে বরাত দেওয়া হল। ত্রাণ সামগ্রী সঠিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে না বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৪৮ জন, মৃত্যু বেড়ে ৪৭

অমরাবতী, ১৩ মে (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪৮ জন। নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। ৪৮ বেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২১৩৭, তাঁদের মধ্যে সক্রিয় রোগী ৯৪৮ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১১৪২ জন। অন্ধ্রে মৃতের সংখ্যা ৪৭।

বুধবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নতুন করে ৪৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১৪২ জন।

আগরতলা ক্লাব ফোরামের উদ্যোগে উপজাতি জনগণকে মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আগরতলা ক্লাব ফোরাম রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে মাস্ক ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার সহ ক্লাব ফোরামের নেতৃবৃন্দ বুধবার মান্দাই ব্লক এলাকার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে গিয়ে মাস্ক ও খাদ্যসামগ্রী জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে তুলে দেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার বলেন সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। শহর ও শহরতলীর গণ্ডি পেরিয়ে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে করুণা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্লাব ফোরামের নেতৃবৃন্দ।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান টিআরটিসির কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের করমিরা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের এর কর্মীরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার রায়ের হাতে ৫১ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে উদ্দেশ্যে দেওয়া গ্রহণ করে সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার রায় বলেন, নিগমের কর্মীরা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এ ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অন্যান্য অংশের সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের এগিয়ে আসার জন্য ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে প্রত্যেককে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

চড়িলামে চোরাই কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। বুধবার সকালে বনদপ্তর এর অভিযানে জেনারেটর সহ চোরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় চড়িলাম ফরেস্টার রংমালা ভিলেজ কমিটি এলাকা বনদপ্তর এর অভিযানে প্রচুর পরিমাণ চোরাই কাঠ, স মিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে! এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন রেঞ্জার অনিমেষ দাস গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অনিমেষ দাস এলাকায় হানা দেয়! খবর পেয়ে স মিল জেনারেটর কাঠগুলি ফেলে দিয়ে চম্পট দিলো চোরাই কাঠ কারবারীরা এ অভিযানে সর্বমোট আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা মাল বাজেয়াপ্ত করছেন বলে জানান অনিমেষ দাস। তিনি এও বলেন এই অভিযান আগামিদিনও জারি থাকবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।